বাগধারা

❒ সমার্থ বিশিষ্ট কয়েকটি বাগধারা:

আমড়া কাঠের ঢেঁকি, বুদ্ধির ঢেঁকি, কায়েতের ঘরের ঢেঁকি, ঢেঁকির কুমির, কুমড়ো কাটা বটঠাকুর, কচুবনের কালাচাঁদ, অকাল কুষ্মাণ্ড, ঘটিরাম, ঘণ্টাগরুড়, গোবর গণেশ, ষাঁড়ের গোবর, ঠুঁটো জগন্নাথ, নালায়েক, ঢাকের বায়া, অভাজন = অপদার্থ / অকর্মণ্য / অক্ষম। অহি-নকুল সম্বন্ধ, দা-কুমড়া, আদায়-কাঁচকলায়, গজ-কচ্ছপের লড়াই, সাপে-নেউলে = ভীষণ শত্রুতা।

দুধের মাছি, সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল, শরতের শিশির, লক্ষ্মীর বরযাত্রী = সুসময়ের বন্ধু।

রাজযোটক, সোনায় সোহাগা, মণিকাঞ্চন যোগ, আমে-দুধে মেশা = উপযুক্ত মিলন।

বিড়াল তপস্বী, ভিজেবিড়াল, বণ্চোরা, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির = ভণ্ড-সাধু, কপটাচারী।

ধামাধরা, ঢাকের কাঠি, খয়ের খাঁ = তোষামোদকারী।

শিবরাত্রির সলতে, সবেধন নীলমণি, অন্ধের ষষ্ঠী, অন্ধের নড়ী = একমাত্র অবলম্বন।

পগারপার, পৃষ্ঠপ্রদর্শন = পালানো।

শাখের করাত, সাপের ছুঁচো গেলা, জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ = উভয় সংকট।

কূর্ম অবতার, অকর্মার ধাড়ি, ঢিমেতেতালা, ইতুনিদকুড়ে = অলস।

❒ পাঠ্য বইয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা:

কড়িকাঠ গোনা = কাজ না করে সময় ক্ষেপণ।

পৃষ্ঠপ্রদর্শন = পালানো।

দোহাই মানা = নজির দেখানো।

বাজখাঁই = কর্কশ ও উঁচু।

শিকায় তোলা = মুলতবি রাখা।

চুলায় দেওয়া = গোল্লায় যেতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা।

রসাতলে গমন = অধঃপাতে যাওয়া।

বাজারে কাটা = বিক্রি হওয়া।

পঞ্চমুখ = প্রশংসামুখর হওয়া।

কাঁটা দেওয়া = বাঁধা দেওয়া।

লঙ্কাভাগ = স্বার্থ চিন্তা।

চক্রতোলা = ফণা তোলা।

দা-কুমড়া সম্বন্ধ = ভীষণ শত্রুতা।

❒ বৈচিত্র্যপূর্ণ উদাহরণ:

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা = সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।

ঢাকের কাঠি = তোষামোদকারী।

ঢেঁকি অবতার = নির্বোধ লোক।

অবরে সবরে = সময়ে অসময়ে।

বারো-সতের = খুঁটিনাটি।

লোটাকম্বল = সামান্য সংগতি।

হরিহর আত্মা = অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।

বিদুরের খুদ = শ্রদ্ধার সামান্য উপহার।

টুপভুজঙ্গ = নেশাগ্রস্ত।

যশের ভুল = যার সহজে মরণ হয় না।

মেনিমুখো = লাজুক।

পাথরে পাঁচকিল = প্রবল সৌভাগ্য।

সরস্বতীর বরপুত্র = বিদ্বান লোক।

কাছাআলগা = আলসেমি।

অঙ্কুশ তাড়না = অন্তর্গত আঘাত।

বিষবৃক্ষ = অনিষ্টকারী।

চোদ্দবুড়ি = প্রচুর।

ডিমেরোগা = চির রুগ্ণ।

কুবেরে ধন = অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

চর্বিত চর্বণ = পুনরাবৃত্তি।

অগত্যা মধুসূদন = অনন্যোপায় হয়ে।

আগাপাছতলা = আগাগোড়া, আদ্যন্ত।

ডাকাবুকো = দুরন্ত/ নির্ভীক।

মাৎস্যন্যায় = অরাজকতা, মৎস্যের ন্যায় হানাহানি।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত = মস্তবড় পণ্ডিত।

নিশপিশ বা ইশপিশ করা = অস্থির হওয়া।

ছুঁচোর কেত্তন = নিরন্তর কলহ।

ভেক ধরা = ভান করা।

ঊনপঞ্চাশ বায়ু = পাগলামি।

ভুঁইফোঁড় = অর্বাচীন।

গৌরচন্দ্রিকা = ভণিতা।

ঢাকের বায়া = অপ্রয়োজনীয়।

তেল-নুন-লকড়ি = মৌলিক প্রয়োজন।

শাপে বর = অনিষ্টে ইষ্টলাভ।

আমি আমি করা = আত্মপ্রশংসা করা।

ছাঁদনা তলা = বিবাহের মণ্ডপ।

ঊনকোটি চৌষট্টি = প্রায় সম্পূর্ণ।

রামগরুরেড় ছানা = গোমড়ামুখো ব্যক্তি।

অস্তিনাস্তি = থাকা না থাকা।

আঁকুপাঁকু = অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভাব।

বচনবাগীশ = কাজে অপটু বা অনিচ্ছুক হয়েও কথায় পটু।

ছাতিঠোকা = আস্ফালন করা।

চিনেজোঁক = সহজে ছাড়ে না এমন লোক।

চতুর্ভুজ হওয়া = অত্যন্ত উৎফুল্ল হওয়া।

শকার-বকার অথবা চকার-বকার = অশ্লীল কথা।

অপোগণ্ড = নাবালক, অপদার্থ, অকর্মণ্য

আটকপালে = হতভাগ্য

অন্ধিসন্ধি = ফাঁকফোকর

আসরে নামা = আবির্ভূত হওয়া

আগুনে ঘি ঢালা = রাগ বাড়ানো

ইঁদুর কপালে = নিতান্ত মন্দ ভাগ্য

ইতর বিশেষ = পার্থক্য

উপাজুরে = দুর্বল

কলুর বলদ = এক টানা খাটুনি/পরাধীন

কলির সন্ধ্যা = দৌরাত্ম্যের শুরু

কূপমণ্ডুক = ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন

কেতা দুরস্ত = পরিপাটি

কাষ্ঠ হাসি = কাপট হাসি

কেঁচে গণ্ডূষ করা = পুনরায় আরম্ভ করা

কংস মামা = নির্মম আত্মীয়

গদাই লস্করি চাল = অতি ধীর গতি, আলসেমি

গয়ংগচ্ছ = ঢিলেমি

চোখের বালি = চক্ষুশূল

ছা পোষা = অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু

ঢাকের কাঠি = মোসাহেব/তোষামুদে

তামার বিষ = অর্থের কু প্রভাব

দহরম মহরম = ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

ননীর পুতুল = শ্রমবিমুখ

নেই আঁকড়া = একগুঁয়ে

ফপর দালালি = অতিরিক্ত চালবাজি

বর্ণচোরা আম = কপট ব্যক্তি

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

রাবণের চিতা = চির অশান্তি
রাশভারি = গম্ভীর প্রকৃতির
লেফাফা দুরস্ত = বারির ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি
চেটেনেটে = কমবয়সী বধূ
ঢাকঢাক গুড়গুড় = লুকোচুরি
ঢি ঢি পড়া = কলঙ্ক
নারদের ঢেঁকি = বিবাদের বিষয়
পায়াভারি = অহংকার
ভাঁড়ে মা ভবানী = একেবারে দরিদ্র
মাকাল ফল = অন্তঃসারশূন্য
রাই কুড়িয়ে বেল = ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ
ম্যাও ধরা = দায়িত্ব গ্রহণ/ঝামেলা পোহানো
শিরে সংক্রান্তি = আসন্ন বিপদ
স্বখাত সলিল = নিজে বিপদ ডেকে আনা
রাহুর দশা = দুঃসময়
উলু খাগড়া = নিরীহ প্রজা / নগন্য ব্যক্তি।
নরক গুরজার = নিন্দার্থে আড্ডা
লগন চাঁদ = ভাগ্যবান
নদের চাঁদ = রূপবান কিন্তু গুণহীন লোক, অকর্মণ্য লোক
বিন্দুবিসর্গ = সামান্য
শুনশান = চুপচাপ, নীরব
হ্যাপা সামলানো = ঝামেলা পোহানো
অশ্বমেধ যজ্ঞ = বিপুল আয়োজন।
আগড়ম বাগড়ম = অর্থহীন কথা।
অন্তর টিপুনি = গোপন ইশারা।
অষ্টবজ্র সম্মিলন = প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ।
আমড়াগাছি করা = অযথা প্রশংসা করা।
আঠারো মাসে বছর = দীর্ঘসূত্রিতা।
কাক ভূষণ্ডি = সম্পূর্ণ ভেজা।
কুবেরের ভাণ্ডার = অফুরন্ত ঐশ্বর্য।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা = দীর্ঘদিনের আলস্য।
খেরো খাতা = বাজে হিসাবের খাতা।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো = পরে পরে সমাপন।
চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন = নিঃসন্দেহ হওয়া।
ঝরাপাতা = জীর্ণশীর্ণ লোক।
ধর্মের কল = সত্য।
নবমী দশা = মূর্ছা।
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত = মারা যাওয়া।
বাহাত্তরে ধরা = মতিচ্ছন্ন হওয়া।
ম-ম করা = সুগন্ধে ভরে যাওয়া।
মণিহারা ফণী = প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক।
মৌতাত চড়ানো = নেশা করা।
শ্মশান-বৈরাগ্য = সাময়িক বৈরাগ্য।
সাতকাহন = প্রচুর পরিমাণ।
হচ্ছে হবে = দীর্ঘসূত্রিতা।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার = প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অনর্থক দুশ্চিন্তা।

❐ কয়েকটি বিশেষ শব্দ ও তৎসম্পর্কিত বাগধারা-প্রবচন:

বাগ্‌ধারা অভিধান

অ

অকটকিনা– নিয়মের কড়াকড়ির অভাব, অতিরিক্ত আচার-বিচারের অভাব।
অকটবিকট– ভয়ে বা বিস্ময়ে বিকৃত আকার বা অঙ্গভঙ্গি।
অকড়িয়া– টাকাপয়সা বেশি নেই এমন, ধনহীন।
অকণ্টকে– নির্বিঘ্নে, নিরূপদ্রবে।
অকাণ্ড কাণ্ড– হঠাৎ ঘটে-যাওয়া ঘটনা।
অকামের (আকামের, অকাজের) গুরুঠাকুর– যে লোক অকাজ-কুকাজ করতে ওস্তাদ।
অকালকুষ্মাণ্ড– অকেজো বা অকর্মণ্য লোক।
আকাশকুসুম– অসম্ভব জিনিস।
অকালবোধন– অসময়ে আরম্ভ করা কাজ।
অকালের বাদলা– অসময়ে বা অপ্রত্যাশিত ঝামেলা বা বিপদ।
অকূলকাণ্ডারি– যিনি উদ্ধা করেন, বিপদ তেকে যিনি রক্ষা করেন।
অকূলপাথার– সীমাহীন বিপদ, মহাসংকট।
অকুলে কূল পাওয়া– বিপদে সাহায্য পাওয়া, মহাসংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া।
অকূলে ভাসা– ভীষণ সংকটে পড়ে দিশাহারা হওয়া।
অকূলের কূল; অকূলকাণ্ডারি; অকূলের ভেলা: অকূলের কূল; অকূলকাণ্ডারি
অক্ষয়বট– যে-প্রতিষ্ঠান কখনো লুপ্ত হয় না।
অখদ্যে অবদ্যে, অবদ্যে অখদ্যে– জঘন্য, যাচ্ছেতাই, বাজে।
অগড়-বগড়, অগড়ম-বগড়ম– অর্থহীন বা আবোল-তাবোল কথা; পাগলের প্রলাপ
অগত্যা মধুসূদন– অনন্যোপায় হয়ে, উপায়ান্তর না থাকায়।
অগস্ত্য যাত্রা– চিরকালের মতো যাওয়া; জন্মের মতো যাওয়া।
অগাকান্ত, অগারাম, অগাচণ্ডী– একেবারে নির্বোধ (ব্যক্তি), নিরেট বোকা (লোক)।
অগা মেরে যাওয়া– বোকা হয়ে যাওয়া, অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া।
অগ্নিবাণ– বাণের মতো তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক গ্রীষ্মের তাপ।
অগ্নিশর্মা– অত্যন্ত রেগে গেছে এমন; অতিক্রুদ্ধ।
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী– যে স্ত্রীলোক অঘটন ঘটাতে পারে অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।
অঘাটে জল খাওয়া– ভুল বা বাজে জায়গায় কাজের চেষ্টা করা; বাজে কাজ, ভুল কাজ বা অনুচিত কাজ করা।
অঙ্কুশ-তাড়না– আঘাত, খোঁচা।
অঙ্গের ভূষণ– স্বভাবের বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।
অজগর বৃত্তি– আলসেমি, কুঁড়েমি; চেষ্টাহীনতা।
অজল অস্থল– আশ্রয়ের অভাব, না জল না স্থল কোনো জায়গাই নয়।
অঞ্চলপ্রভাব– স্ত্রীর প্রভাব।
অঞ্চলের নিধি– যে-সম্পদ আঁচলে ঢেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়।
অড়বড় সড়বড়– অর্থহীন ও দ্রুত উচ্চারিত কথা।
অতশয়– বহু রকম ব্যাপার, এত কথা।
অতিকথা– আতিশয্যযুক্ত বর্ণনা; বেশি কথা।
অদানে অব্রাহ্মণে– আজেবাজে কাজে, বাজে ব্যাপারে।
অধমে অধমে– মন্দের সঙ্গে মন্দে, খারাপের সঙ্গে খারাপে।
অনধিকার চর্চা– যে-বিষয়ে তেমন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ; যে বিষয় তেমন জানা নেই সেই বিষয়ে অযথা আলোচনা।
অনধিকার প্রবেশ– বিনা অনুমতিতে প্রবেশ, অন্যের জায়গায় বা এলাকায় অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ।
অনভ্যাসের ফোঁটা– অনভ্যস্ত সৌভাগ্য, যে নতুন সৌভাগ্য অনভ্যাসের জন্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায় না।
অনলে (আগুনে) জল পড়া– ক্রোধ প্রশমিত হওয়া, রাগ পড়ে যাওয়া।
অনুনয়-বিনয়– সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুরোধ-উপরোধ।
অন্তরটিপুনি– গোপনে বা অন্যের অজ্ঞাতে কারও মনে আঘাত দেওয়া; গোপন ইশারা।
অন্ধগলি– কানা গলি, যে-গলি কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে; যে-গলি দিয়ে বেরোনো যায় না।
অন্ধবেগ– প্রচণ্ড গতি, বেপরোয়া গতি।
অন্ধ হওয়া– কারও দোষ দেখতে না পাওয়া।
অন্ধের নড়ি, অন্ধের যষ্টি– অক্ষম লোকের একমাত্র অবলম্বন।
অন্ধকার করে আসা– মেঘের জন্য আকাশে আলোর অভাব হওয়া, মেঘে চারদিক ঢেকে ফেলা।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

অন্ধকার থেকে আলোয় আসা– হতাশাজনক অবস্থা থেকে আশাজনক অবস্থায় আসা; কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে যুক্তি জ্ঞান ও উন্নতির অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া।
অন্ধকার দেখা– বিপদের মধ্যে ভয়ে-ভাবনায় আকুল হওয়া, বিপদে সমাধানের উপায় না দেখা।
অন্দকারে ঢিল ছোড়া– পুরোপুরি আন্দাজে কাজ করা, অনুমানের উপর নির্ভর করে কিছু করা বা বলা।
অন্ধিসন্ধি– ফাঁকফোকর; গোপন তথ্য, ভিতরের কথা, ভিতরের রহস্য।
অন্ধ্রেরন্ধ্রে– প্রতিটি কোণে; মনের প্রতিটি কোণে।
অন্নজল ওঠা– আয়ু শেষ হওয়া, চাকরি যাওয়া, চাকরি শেষ হওয়া।
অন্নদাস– ভাত বা উদরান্নের জন্য যে দাসত্ব করে।
অন্নময় প্রাণ– প্রাণ অন্ন দিয়ে রক্ষা ও পুষ্ট হয়; স্থূল দেহ।
অন্ন (ভাত) মারা– চাকরি খাওয়া, জীবিকার উপায় বন্ধ করা।
অপাট করা– বিশৃঙ্খল করা, এলোমেলো করা।
অপার– যার সঙ্গে পারা যায় না বা এঁটে ওঠা যায় না।
অপুষ্যি– কুপোষ্য।
অপোগণ্ড– নাবালক।
অবরেসবরে, অবুরেসবুরে– কখনো-সখনো, কালে ভদ্রে; সময়ে-অসময়ে।
অভদ্রা লাগা– বাধা বা বিঘ্ন ঘটা, অকল্যাণ হওয়া।
অভরসা খাওয়া– ভরসা না পাওয়া, হতাশ হওয়া।
অভাজন– অক্ষম, অভাগা, হতভাগ্য।
অভিমন্যুর ব্যূহ– যেখানে ঢোকা সহজ কিন্তু বোরোনো কঠিন।
অমাবস্যার চাঁদ– যে-প্রিয়জনের দেখা পাওয়া ভার, যাকে কাদাচিৎ দেখা যায়।
অমুক তমুক, অমুক তসুক– এটা-সেটা, এটা-ওটা।
অমৃতে অরুচি– পছন্দসই খাবারে বা ভালো জিনিসে অনিচ্ছা।
অম্বল চাখা, অম্বল চেখে বেড়ানো– ক্রমাগত জায়গা বা চাকরি বদল করা।
অরন্ধন– যেদিন রান্না করা নিষিদ্ধ।
অরণ্যে রোদন– বৃথা অনুনয়-বিনয়।
অলক্ষুণে– অশুভসূচক, অমঙ্গলজনক, অপয়া।
অলক্ষ্মীর দশা– ভাগ্যহীনতা; দুর্দশা; দারিদ্র্য।
অলছ-তলছ– উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন, উচ্ছল।
অলপ্পেয়ে– অল্পায়ু, বেশিদিন বাঁচে না এমন।
অলবড্ডে, অলবড্যে– অগোছালো, এলামেলো স্বভাববিশিষ্ট
অল্প জলের মাছ– অল্প পুঁজিবিশিষ্ট লোক।
অল্পপ্রাণ– অনুদান।
অল্প বিদ্যা– সামান্য বা অগভীর জ্ঞান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ– বিপুল আয়োজন, রাজকীয় আয়োজন।
অষ্টমঙ্গলা– বিয়ের পর অষ্টম দিনে কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত মাঙ্গলিক লোকাচার।
অষ্টমের পেয়াদা– নিয়ম বা কর্তব্য পালনে যে অতিরিক্ত কঠোরতা দেখায়।
অষ্টরম্ভা– কাঁচকলা; কিছু-না।
অষ্টাবক্র– কুৎসিত গড়নবিশিষ্ট, বাঁকা শরীরবিশিষ্ট।
অসাজন্ত– বেমানান।
অসাধ্যসাধন– সুকঠিন কাজ সম্পাদন।
অসূর্যম্পশ্যা– বাড়ির বাইরে বেরোয় না এমন।
অস্তিনাস্তি– থাকা বা না-থাকা, অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব।
অস্ত্র ত্যাগ– শত্রুকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত না করার সিদ্ধান্ত।
অস্থিচর্মসার– শরীরে কেবল হাড় ও চামড়া আছে এমন অবস্থাপ্রাপ্ত; অত্যন্ত কৃশ বা শীর্ণ।
অস্থির পঞ্চক, অস্থির পঞ্চম– বিমূঢ় ভাব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

আ

আইঝাল, আইঝালা– খুব সহজে রেগে যায় এমন, কোপনস্বভাব; ঝগড়াটে।
আইঢাই– অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে বা কষ্টকর গরম ইত্যাদির জন্য শারীরিক অস্বস্তিকর ভাব।
আইবুড়ো নাম ঘোচা– বিয়ে হওয়া।
আবিুড়ো পথ বদলানো, আইবুড়ো পথ ভাঁড়ানো– যে পথে বর বিয়ে করতে যায় সেই পথে না ফেরা।
আইবুড়ো ভাত– গায়ে-হলুদের পরে এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে বর-কনের অবিবাহিত অবস্থার শেষ ভাত খাওয়া।
আইভাঁড়– নানারঙে চিত্রিত মাঙ্গলিক হাঁড়ি বা কলসি।
আইহাঁড়ি, আইমঙ্গল হাঁড়ি– বিবাহাদি শুভ কাজে ব্যবহৃত আটটি হাঁড়ি বা মঙ্গল হাঁড়ি।
আউড়ে চাওয়া, আউড়ে তাকানো– বাঁকা চোখে তাকানো, কটাক্ষ করা; আড়চোখে তাকানো।
আউপাতালি, আউপাতালে– সহজেই যে কেঁদে আকুল হয়, কাঁদুনে।
আউল– পাগল; খ্যাপা।
আওজানো– আলতো করে বন্ধ করা, ভেজানো।
আওটানো, আউটানা– জ্বাল দেওয়া; নেড়ে দেওয়া।
আওয়া ভাঙা– নাক দিয়ে রক্ত পড়া।
আওয়াই ওঠা– জনরব ওঠা, গুজব ওঠা।
আওরানো– ব্যথা হওয়া, টাটানো, ব্যাথায় টনটন করা।
আওসানো– দরজা ভেজানো, আলতো করে আটকানো।
আঁওল ভাঙা– প্রসব করা।
আঁক কাটা– দাগ দেওয়া; লাইন টানা; রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা।
আঁক ধরা– কোনো কিছুতে কালো দাগ পড়া।
আঁকড়া-আঁকড়ি– টানাটানি।
আঁকবাড়ি– যে-দণ্ড বা কাঠিতে দাগ দিয়ে মাপের বা বিক্রির হিসাব রাখা হয়।
আঁকুপাঁকু, আঁকবাঁকু– অতিরিক্ত ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততার ভাব।
আঁখিঠার– চোখের ইশারা।
আঁশি পালটানো– ফিরে তাকানো।
আঁখি মোদা– চোখ বন্ধ করা, চোখ বোজা।
আঁচ করা (পাওয়া)– অনুমান করা, আন্দাজ করা, আভাস পাওয়া।
আঁচড়ানো, আঁচড়ে দেওয়া– নখ দিয়ে ক্ষত করা বা দাগ দেওয়া।
আঁচলে ধরা, আঁচল ধরে বেড়ানো– স্ত্রীলোকের, বিশেষত স্ত্রীর অথবা মায়ের বশীভূত থাকা।
আঁচা-আঁচি– পরস্পরের মনের ভাব বা কথা অনুমান।
আঁচে থাকা– সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।
আঁজলপাঁজল করা– গা ঝাড়া দেওয়া; ঝাঁকুনি দেওয়া।
আঁজি দেওয়া, আঁজি ধরানো– চুনবালি সিমেন্ট দিয়ে দেওয়ালের ফাঁক-ফোকর বন্ধ বা ভরাট করা; পয়েন্টিং করা।
আঁট করা, আঁট করে বসা– শক্ত হয়ে থাকা; অনড় হয়ে থাকা।
আঁটন গাড়া– কায়েম হয়ে বসা, নড়ার নাম না করা।
আঁটুনি কষুনি সার (উক্তি)– নিষ্কর্মার আড়ম্বর; আড়ম্বরই বেশি।
আঁটুবাঁটু– জড়োসড়ো, আলগা বা ঢিলেঢালা চলার ধরন।
আঁত– মনের কথা।
আঁতিপাঁতি– সব জায়গায়, প্রতিটি জায়গায়, সর্বত্র; ভালোভাবে।
আঁতুআঁতু করা, আঁতুপুঁতু করা– আদরের পাত্রকে নিয়ে যত্নের বাড়াবাড়ি করা বা অতিরিক্ত সাবধানতা দেখানো।
আঁতুড়ে খোকা, আঁতুড়ে ছেলে– সদ্যোজাত ছেলে; নেহাতই শিশু।
আঁদরু-পেঁদরু– সাহেবিয়ানার নকল করে এমন দেশীয় খ্রিস্টান।
আঁধার ঘরের মানিক– দরিদ্র বা দুঃখী মানুষের গর্বের বস্তু যে-সন্তান।
আঁধারে আলো– বিপদে উদ্ধারের আশা।
আককাটা– একগুঁয়ে, গোঁয়ার।
আককুটে– অমিতব্যয়ী, বেহিসাবী।
আকচকানো– থতমত খাওয়া, হকচকিয়ে যাওয়া।
আকজা-আকজি, আখচা-আখচি– ঝগড়াঝাঁটি, রাগারাগি; মারামারি, ঝগড়া-মারামারি, হিংসাহিংসি।
আকাট– পুরোপুরি, একেবারে, নিরেট।
আকামানো– মুড়নো বা মুণ্ডন করা হয় নি এমন।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

আকাল-কেঁড়ে– দীনহীন ভিখারি।
আকাল-মাকাল– প্রকাণ্ড, বিরাট আকারের।
আকাশ ধরা– বৃষ্টি বন্ধ হওয়া।
আকাশ ফাটানো– প্রচণ্ড চিৎকার করা।
আকাশে থুতু ফেলা– নিজেরই ক্ষতি করা।
আকুতি-ব্যাকুতি– আকারে-ইঙ্গিতে বা ভাবভঙ্গির দ্বারা মনোভাব প্রকাশ।
আকুলি-বিকুলি, আকুলি-ব্যাকুলি– অত্যাধিক আগ্রহ, অত্যাধিক আকুলতা বা ব্যগ্রতা।
আক্কেল– বোধ-বিবেচনা; কাণ্ডজ্ঞান।
আক্কেল গুড়ুম– হতবুদ্ধি অবস্থা।
আক্কেল দাঁত গজানো (ওঠা)– বুদ্ধি পেকে ওঠা, বুদ্ধি পরিণত হওয়া।
আক্কেলমন্ত, আক্কেলমন্দ- বিবেচনা আছে বা বিবেচনা করে এমন; বিজ্ঞ।
আক্কেলসেলামি– অভিজ্ঞতা বা দুদ্ধির অভাবের জন্য ক্ষতি বা লোকসান।
আখুটে– অত্যন্ত বায়না করে বা আবদার করে এমন, আবদেরে।
আগ তোলা– আগে থেকে কোনো কছুির শুভ বা অশুভ ফল জানা বা নির্ণয় করা।
আগডুম-বাগডুম, আগডোম-বাগডোম– ছোটদের খেলাবিশেষ।
আগলদার– জমির ফসল আগলানোর বা পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত লোক।
আগল ভাঙা– বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করা, বাধা ভেঙে এগিয়ে যাওয়া।
আগলভাঙা– স্বাধনিচেতা।
আগাপাছতলা, আগাপাস্তলা– আগাগোড়া, আদ্যন্ত; কোনো কিছুই বাদ না দিয়ে।
আঙুল কামড়ানো– আপশোস করা।
আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া– হঠাৎ বড়োলোক হয়ে যাওয়া, খুব অল্প সময়ে প্রচুর টাকাকড়ি হওয়া।
আচমকাসুন্দরী– হঠাৎ দেখলে সুন্দরী মনে হয়, যদিও খুঁটিয়ে দেখলে সুন্দরী নয় এমন।
আচম্বিতের ব্রত– ব্রতে প্রতিবেশী ব্রতকারিণী আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ কোনো বাড়ি গিয়ে রান্না ঘরে হাজির হয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করেন।
আচাভুয়ার বোম্বাচাক– যা সম্ভব নয় এমন জিনিস; অসম্ভব ব্যাপার।
আচার-বিচার– সদ্‌বিবেচনা; নিয়মশৃঙ্খলা।
আচাল-কুাল– চালচলন, হাবভাব; খারাপ ব্যবহার, নিন্দনীয় চালচলন।
আজবখানা, আবঘর– জাদুঘর, মিউজিয়াম।
আজোড়-জোড়ন– অসম্ভবকে সম্ভব করা, অঘটন ঘটানো।
আজ্ঞানো– পোঁতা, রোপণ করা।
আজ্ঞে– গুরুজনদের বা মান্য ব্যক্তির ডাকে সাড়াসূচক উক্তি।
আঞ্জাআঞ্জি– কোলাকুলি, জাপটাজাপটি।
আঞ্জাম হওয়া– সুসম্পন্ন হওয়া, নির্বিঘ্নে পালিত হওয়া।
আটকড়াইয়া, আটকড়ায়ে, আটকৌড়ে– শিশুর জন্মের আটদিনের মাথায় আটরকম কড়াইভাজা জলপান হিসাবে বিতরণের সংস্কারবিশেষ।
আটকা পড়া– বাঁধা পড়া, বন্দি হওয়া, আটক হওয়া।
আটকাট, আটকাঠ– সমস্ত দিক, আটঘাট।
আটকে বাঁধা– পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে টাকা দিয়ে প্রসাদ পাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা।
আটখানার পাটখানা– নানারকম জিনিসের মধ্যে একটিও বা প্রথমটিও।
আটপহর, আটপর, আটপ্রহর– অষ্টপ্রহর; সারা দিনরাত।
আটপিঠে, আটপিটে– আটটি দিক বা তলযুক্ত, চৌকস, সবদিকে পটু।
আটাশে ছেলে– দুর্বল ও অক্ষম ছেলে।
আটুপাটু– অতি উৎসাহ; উদ্যম।
আঠারো আনা– বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি।
আঠারো ঘা– নানান ফ্যাসাদ বা জামেলা।
আঠারো পর্ব মহাভারত– দীর্ঘ কাহিনি।
আড়ংঘাটা– নৌকাঘাটা, খেয়াঘাট।
আড়ংছাঁটা– তুষ ঝেড়ে পরিষ্কার করা হয়েছে এমন-কিছু ঢেঁকি-ছাঁটা নয়।
আড়ংধোলাই– কোরা কাপড়ের রং ও মাড় তুলে কেচে সাদা করা।
আড়কালা– এক কানে কালা।
আড়গেলা করে– না চিবিয়ে বা আধা-আধি চিবিয়ে।
আড়ঘোমটা– অর্ধেক ঘোমটা।
আড়বাড়– সমস্ত জায়গায়, এদিক-ওদিক।
আড়বুঝো– একগুঁয়ে।
আড় ভাঙা– বাঁকা জিনিসকে সোজা করা; আড়ষ্টতা বা জড়তা দূর করা।
আড়ি পাতুলে– আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনে এমন।
আড্ডা গাড়া– কোনো জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাসা বাঁধা।
আতান্তরে পড়া– বিপদে পড়া, অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়া।
আতারি কাতারি– যন্ত্রণা, ছটফটে ভাব, কাতরানি।
আতিবিতি, আথিবিথি– খুব ব্যবস্ততার সঙ্গে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে।
আতু আতু করা– শরীর নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের যত্ন বা সাবধানতা অবলম্বন করা।
আত্তিশুভ, আত্তিশো– একান্ত অনুগত; সবার প্রিয়; অন্যের মন জুগিয়ে চলতে পারে এমন।
আত্মগরজে, আত্মগরজি, আপ্তগরজি– নিজের গরজ বা স্বার্থ বেশি বোঝে এমন, স্বার্থপর।
আত্মসাৎ করা– অন্যায় উপায়ে অন্যের জিনিস অধিকার করা, হাতানো; পুরোপুরি অধিকার করা।
আত্মারাম (আত্মাপুরুষ) খাঁচাছাড়া হওয়া– দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যু হওয়া, মারা যাওয়া।
অভেদ আত্মা, হরিহর আত্মা– অভিন্ন হৃদয়।
আথিবিথি, আথেবেথে, আথেব্যথে– ব্যস্ত হয়ে, তাড়াহুড়ো করে।
আদবকায়দাদুরস্ত– শিষ্টাচার বা ভদ্র চালচলন রপ্ত করেছে এমন।
আদমের কাল– সুদূর অতীতকাল, সুপ্রাচীন কাল।
আদাড় পাদাড়, আদাড় বাদাড়– বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড় বা জঞ্জাল ফেলার জায়গা।
আদাড়ের হাঁড়ি– অনাদৃত লোক; সামান্য লোক; বাজে লোক।
আদালত করা– মামলা করা, কেস করা।
আদালত ঘর করা– ক্রমাগত মামলায় জড়িত থাকা।
আদিখ্যেতা– ন্যাকামি।
আদুড়চুলি– মাথায় আবরণ নেই এমন, চুল অবারিত এমন; ঘোমটা খোলা।
আদেখলেপনা, আদেখলাপনা– আদেখলের ভাব।
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো– খুব বয়স্ক লোক, অভিজ্ঞ ও বুড়ো লোক।
আধকপালে, আধকপালি– মাথাধরা রোগবিশেষ, কপালের একদিকে যন্ত্রণা।
আধধেড়ে– আধাবয়সী, আধাবুড়ো।
আধহারা– খুব কৃশ বা রোগাটে।
আধার দেওয়া, আদার দেওয়া– পাখিকে ছোলা বা দানাপানি খেতে দেওয়া।
আনকা আলো, আনকো আলো– অস্পষ্ট আলো।
আনকোরা– একেবারে নতুন; নতুন; এখনও ব্যবহৃত হয়নি এমন।
আনচান– আকুল; চঞ্চল; অস্থির।
আনন্দনাড়ু– উপলক্ষ্যে চালের গুঁড়ো, নারকেল, গুড় প্রবৃতি দিয়ে তৈরি নাড়ু বিশেষ।
আনপুড়ি– গাত্রদাহ, হিংসা।
আনাই-ধানাই– আবোল-তাবোল; আগড়ম-বাগড়ম।
আন্ডাবাচ্চা, আন্ডাবাচ্ছা– গর্ভের সন্তান এবং কোলের সন্তান; ছোটো ছেলেপুলে।
আপকেওয়াস্তে (ব্যঙ্গে)– হুকুম তামিল করাই যার কাজ এমন; চাটুকার।
আপখোরাকি– কাজে খোরাকি বা খাইখরচ বাবদ কিছু পাওয়া যায় না, কেবল বেতনই পাওয়া যায় এমন।
আপন কথাই পাঁচ কাহন (উক্তি)– কেবল নিজের প্রসঙ্গ বা প্রশংসা।
আপন খাওয়া– আত্মহত্যা করা; নিজের মৃত্যুর উপায় নিজেই বার করা; নিজেরই ক্ষতি ডেকে আনা।
আপন গণ্ডা– নিজের পাওনা অংশ; আপনার স্বার্থ।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE - LEARN - SUCCEED

আপুসে দেওয়া– মেরে শেষ করে দেওয়া, প্রচণ্ড মারধর করা।
আপ্তখুদি, আপ্তগরজি– নিজের গরজ বা প্রয়োজন বুঝে চলে বা কাজ করে এমন।
আফলা– অনুর্বর, যেখানে ফসল ফলে না।
আবজি-গাবজি– আবর্জনা, নোংরা, ময়লা জিনিস।
আবড়-তাবড়– আবোলতাবোল; অর্থহীন কথা।
আবস্থার ব্যবস্থা না থাকা– দুঃখ-দুর্দশার সীমা না থাকা; অশেষ দুর্গতি হওয়া।
আবাগির ব্যাটা, আবাগির পুত, আবাগির পো– অভাগীর ছেলে, হতভাগিনীর ছেলে।
অবাথাবা– কোনোরকমে করা হয় এমন, যেমন–তেমন।
আবা দেওয়া– ছোটোদের খেলা সাময়িকভাবে 'আবা' শব্দ করে বন্ধ করা।
আমগন্ধি– কাঁচাগন্ধযুক্ত।
আমহাঁড়ি– কাঁচা মাটির হাঁড়ি।
আমড়াগাছি করা– অতিরিক্ত এবং অযথা প্রশংসা করা।
আয়নায় মুখ দেখা– যেমন ব্যবহার করা তেমনি ব্যবহার পাওয়া; যে ভালো করে তার ভাল করা এবং যে মন্দ করে তার মন্দ করা।
আয়োসুয়ো– এয়ো অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের দল
আলগা মুখ, মুখ আলগা– অসংযত, আজেবাজে বা অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস।
আলগুছি দেওয়া, আলগোছি দেওয়া– শিশুর নিজে-নিজে দাঁড়াবার প্রথম চেষ্টা করা।
আলগোছ– সংলগ্ন, অন্য সব কিছু থেকে আলাদা।
আলগোছে– অন্য জিনিসের সংস্পর্শ এড়িয়ে, সাবধানে, আলতো করে।
আলপটকা– আকস্মিকভাবে, আচমকা, হঠাৎ।
আলসে-কুঁড়ে– খুব অলস।
আলাদিনের প্রদীপ, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ– আত্যাশ্চর্য জিনিস; যে আশ্চর্য জিনিস সৌভাগ্যের কারণ।
আলাম-কালাম– ভগবানের কথা, ভগবানের মহিমার কথা।
আলায়-বালায়– যেখানে–সেখানে, অস্থানে-কুস্থানে।
আলুদোষ, আলুর দোষ– মেয়েদের প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা; চরিত্রের দোষ।
আলুবাজ– মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করা যার স্বভাব।
আলুবাজি করা– মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা, মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করা।
আলেয়ার পিছনে ছোটা (দৌড়োনো)– অসম্ভবের পিছনে ছোটা, বিভ্রান্তিকর জিনিস পাবার জন্য পরিশ্রম করা।
আলো-আঁধারি– আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণ, পুরোপুরি আলোকিত নয়, আবার পুরোপুরি অন্ধকারও নয় এমন অবস্থা।
আলোছায়ার খেলা– এই আলো আবার এই অন্ধকার এমন অবস্থা; আলো এবং অন্ধকারের লুকোচুরি।
আশীর্বাদ– বিয়ের কথাবার্তা পাকা হলে কন্যাকে এবং বরকে 'আশীর্বাদ' করার লোকাচারবিশেষ।
আষাঢ়ান্ত বেলা, আষাঢ়ন্ত বেলা– দীর্ঘস্থায়ী বেলা, যে-বেলা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।
আষাঢ়ে গল্প– আজগুবি গল্প, উদ্ভট গল্প
আসতে-যেতে গলা কটা– সর্বপ্রকার উপায়ে ঠকানো; সবদিক থেকে ঠকানো।
আসন টলা– অনুগত ব্যক্তির জন্য বিচলিত হওয়া, নীরবতা বা নিশ্চেষ্টতা দূর হওয়া।
আসনপিঁড়ি– হাঁটু মুড়ে বাঁ-পা ডান হাঁটুর কিংবা ডান পা বাঁ-হাটুর নীচে রেখে বসার ভঙ্গি, 'বাবু' হয়ে বসা।
আসরে নামা– সভার কাজে যোগ দেওয়া; কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া।
আহা-উহু করা– দুঃখে সহানুভূতি দেখানো; আলগা দরদ দেখানো।
আহামরি, আহা মরে যাই– আনন্দ বা বিদ্রুপের সূচক।
আহ্লাদে ফুটকড়াই– আনন্দে খলখল করে হাসা, হেসে কুটিকুটি।

ই

ইঁচড়ে (এঁচড়ে) পাকা– ডেঁপো, জ্যাঠা, অকালপক্ক, অল্প বয়সেই পেকে গেছে এমন।
ইঁদুরের কলে পড়া– লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া বা আটকে পড়া।
ইকড়ি-মিকড়ি– ছোটোদের খেলাবিশেষ।
ইটখোলা– ইন কাটানো ও পোড়ানোর জায়গা।
ইটিসিটি– এ-জিনিস সে-জিনিস; নানা তুচ্ছ বা ছোটোখাটো জিনিস।
ইতরবিশেষ– ইসমান্য পার্থক্য; অল্প-স্বল্প তফাত।
ইতিকথা– কাহিনি, উপকথা; ইতিহাস।
ইতিকর্তব্য– যা করা উচিত; কর্তব্যকর্ম।
ইতুনিদকুঁড়ে– অলস; দীর্ঘসূত্রী।
ইন্দ্রপতন– নিজ ক্ষেত্রে প্রধান বা বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু।
ইন্দ্রের শচী– যিনি যখন যাঁর কাছে থাকেন তখন তাঁরই।
ইয়ত্তা না থাকা– সীমা না থাকা।
ইয়া ইয়া– এত বড়ো বড়ো।
ইয়ারবকশি– বন্ধুবান্ধব।
ইয়ারের টেক্কা– বয়স্য বা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রধান, ইয়ারদের মধ্যে প্রধান।
ইলশেগুঁড়ি– গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
ইল্লতে (ইল্লুতে) কাণ্ড (ব্যাপার)– নোংরা ব্যাপার, নোংরা কাণ্ড।
ইষ্টনাম জপা (জপ করা)– ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করা বা ডাকা।
ইস্ক্রুপের প্যাঁচ– কুটিল বুদ্ধি; মনের কুটিলতা ও বক্রতা।
ইস্তফা দেওয়া– পদত্যাগ করা; শেষ করা, ক্ষান্তি দেওয়া।

উ

উঁচকপালে– ভাগ্যবান।
উঁচিয়ে ওঠা– অবস্থাপন্ন হওয়া, শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হওয়া।
উঁজল-পাঁজল– উথালপাথাল, ওলটপালট।
উকর-ধাকর– উদ্দণ্ড, এলোপাথাড়ি।
উকোচাকা (আঞ্চ)– খোঁজখবর, সন্ধান।
উজান বাওয়া, উজান বেয়ে চলা– উলটো দিকে যাওয়া; স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া।
উজানভাটি– স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূল দিক।
উজানি বেলা– পূর্বাহ্ন, সকালবেলা।
উজিয়ে যাওয়া– স্রোতের বা গতির বিপরীত দিকে যাওয়া।
উজু বাট– সোজা রাস্তা, সোজা পথ।
উটক-পাটক, ওটোক-পাটোক– ওলট-পালট, তোলপাড় কাণ্ড।
উটকপালে– উঁচু কপালযুক্ত।
উপমুখো– উটের মতো উপরের দিকে মুখ করে চলে এমন।
উঠতি-মুখ, উঠতির মুখ– উন্নতির সূচনা।
উঠোন চষা– অপমান ও অপদস্থ করা; পীড়ন বা অত্যাচার করা।
উড়কুড় ওঠা– নিশ্চিহ্ন হওয়া।
উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডে– অপব্যয়ী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি বেহিসাবিভাবে খরচ করে এমন।
উড়নপেকে– অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী।
উড়ে এসে জুড়ে বসা– অনুহূত হয়ে বা অপ্রত্যাশিতভাবে এসেই জেঁকে বসা বা প্রাধান্য লাভ করা।
উড়ো খই– খরচ হয়ে যাওয়া বা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া জিনিস।
উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ (উক্তি)– যা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাই দান করার ভান।
উতরে যাওয়া– অতিক্রম করা, কার্যোদ্ধার করা; নিস্তার পাওয়া।
উত্তর-মধ্যম– মারধর; পিটুনি।
উদোগেঁড়ে– অকর্মণ্য, আলসে; নির্বোধ।
উদোমাদা– অতি সরল ও বোকাসোকা; বোধবুদ্ধিহীন।
উদোর (উধোর) পিণ্ডি বুদোর (বুধোর) ঘাড়ে (উক্তি)– একজনের দোষ আর একজনের কাঁধে চাপানো।
উদ্দেশ পাওয়া– সন্ধান পাওয়া।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE LEARN SUCCEED

উনকোটি চৌষট্টি– প্রায় সম্পূর্ণ, কিছুই বাদ যায় না এমন।
উনপঞ্চাশ বাই (বায়ু)– পাগলামি, খ্যাপামি।
উনপাঁজুরে– দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন, হতভাগ্য; অলক্ষুণে।
উপচা-উপচি– ভরপুর, ছাপিয়ে গেছে এমন।
উপরওয়ালা, উপরওলা– উপরে রয়েছে এমন, উপরে স্থি, উচ্চপদস্থ।
উপর-টান– মৃত্যুর পূর্বলক্ষণস্বরূপ শ্বাস ওঠা।
উপর-নীচ করা, ওপর-নীচ করা– একবার উপরে এবং একবার নীচে যাওয়া; ক্রমাগত ওঠা-নামা করা।
উপর-পড়া– অনধিকার-চর্চা করে এমন; অযাচিতভাবে ঝগড়া বা তর্ক বাধিয়ে দেয় এমন।
উপরোধ-অনুরোধ– অনুনয়-বিনয়; বারবার অনুরোধ।
উপরোধে ঢেঁকি গেলা– অনুরোধ এড়াতে না পেরে কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজে হাত দেওয়া বা তেমন কাজ সম্পন্ন করা।
উপায় করা– আয় করা, রোজগার করা; বিহিত করা, ব্যবস্থা করা; পথ বার করা।
উপুড়হস্ত করা– দান করা।
উপোসি ছারপোকা– যে অনাহারক্লিষ্ট লোক কিছু খাবার বা পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে; অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোক।
উবরানো, উবরে যাওয়া– বাড়তি হওয়া, উদ্‌বৃত্ত হওয়া।
উলটো বিপদ, উলটো বিপত্তি– যেদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা করা হয় নি সেই দিক থেকেই বিপদের সম্ভাবনা।
উলুখাগড়া– তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন লোক।
উলে যাওয়া (আঞ্চ.)– নেমে যাওয়া; হালকা হওয়া।
উসিপিসি করা– ছটফট করা, অস্থির হওয়া।
উস্তন-খুস্তন করা– জ্বালাতন করা, স্থির থাকতে না দেওয়া, অতিষ্ঠ করে তোলা।

এ

এই পাকে– এই কারণে, এই জন্য।
এই বারে তো সেই মারে– মারমুখো হয়।
এউ-ঢেউ, হেউ-ঢেউ– অত্যধিক আগারের পরে হাঁফফাঁস অবস্থা এবং ক্রমাগত ঢেকুর তোলা।
এওজ দরাজ, এয়জ-দরাজ, এওজ-তরাজ, য়েজ-তরাজ– পরস্পর বিনিময় বা বদলা-বদলি।
এঁড়ে তর্ক– যুক্তিহীন তর্ক।
এঁড়ে-লাগা খোকা– যে-ছেলের (মেয়ের) এঁড়ে লেগেছে।
এঁষানি (এঁসানি) মারা, আযান মারা– আমিষ গন্ধ ছড়ানো, অল্প ভেজে আঁষটে গন্ধ দূর করা।
এক কথা– যে কথা নড়চড় হয় না; অনড় কথা।
এক কলসি দুধে এক ফোঁটা গোবর– সামান্য দোষে সমস্ত গুণ নষ্ট।
এক কাজের কাজি– একই রকম কাজ করে এমন লোক; এক পেশায় নিযুক্ত লোক।
এককাট্টা– একজোট, দলবদ্ধ, একত্র সমবেত।
এক কাঠি সরেস– আরও খারাপ, এক ধাপ খারাপ।
এক কানে শুনে আর এক কানে বার করা– গ্রাহ্য না করা, অবহেলা করা, তেমন আমল না দেওয়া।
এক কাপড়ে– তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে, বিন্দুমাত্র দেরি না করে।
এককে একুশ করা– সামান্য বা তুচ্ছ জিনিসকে অযথা বাড়ানো।
এক ক্ষুরে মাথা মুড়োনো– সমান ভাগ্যবিশিষ্ট হওয়া।
এক (একই) গেলাসের (গ্লাসের) ইয়ার– অন্তরঙ্গ বন্ধু।
এক ছাঁচে ঢালা– একই রকম; হুবহু একরকম।
একজাই, একজায়– সমবেত, একত্র জড়ো করা হয়েছে এমন।
এক পা জলে এক পা স্থলে– অনিশ্চিত অবস্থা।
একপেশে– পক্ষপাতদুষ্ট।
একবগ্‌গা– একগুঁয়ে, একরোখা।
এক মাঘে শীত যায় না (উক্তি)– বিপদ বা ঝামেলা বারবার ফিরে আসে।
একরত্তি– খুব ছোটো।
এক লহমায়– এক মুহূর্তে, এক পলকে।
একহাত নেওয়া– একচোট রাগ দেখানো, একচোট কথা শোনানো; ঝাল ঝাড়া।
একহারা– ছিপছিপে।
একভিতে (আঞ্চ.)– কেদিকে, একপাশে; একান্তে।
একলসেঁড়ে, একলাসেঁড়ে– একা থাকতে ভালোবাসে এমন, অমিশুক, অসামাজিক।
একাই এক-শো– একাই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সামলাতে পারে এমন।
একাদশ বৃহস্পতি– সৌভাগ্য; মহা সৌভাগ্য।
একানড়ে– একপেয়ে বা খোঁড়া ভূতবিশেষ।
একুল-ওকুল দু-কুল যাওয়া– আশ্রয় বা সম্বল হারানো।
এগিয়ে আনা, এগিয়ে গিয়ে আনা– কিছুপথ এগিয়ে গিয়ে অতিথি-অভ্যাগত সসম্ভ্রমে নিয়ে আসা, প্রত্যুদ্‌গমন করা।
এগুলে রাম পেছুলে রাবণ (উক্তি)– উভয় সংকট।
এন্ডাবাচ্চা, এন্ডিগেন্ডি– ছেলেমেয়ে বা সন্তানের দল।
এন্ডায়-গন্ডায়– গোঁজামিল দিয়ে।
এলকুমি-বেলকুমি– অঙ্গভঙ্গি; বাজে অঙ্গভঙ্গি।
এলাকাঁড়ি (এলাকাড়ি) দেওয়া– অমনোযোগ দেখানো, মনোযোগ না দেওয়া, কোনো কাজে অবহেলা করা।
এলে দেওয়া– আলগা বা শিথিল করা; আশা-ভরসা ত্যাগ করা।
এলেবেলে– বাজে, নিকৃষ্ট।
এসপার-ওসপার, এসপার কি ওসপার– যা হয় একটা কিছু নিষ্পত্তি।

ও

ওজন বুঝে চলা– মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা।
ওঝার ঘাড়ে ভূত– বিপদ যে দূর করবে তারই বিপদ।
ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে (উক্তি)– ভাবনা চিন্তার সময় বা অবকাশ না দিয়ে তৎক্ষণাৎ করার আহ্বান।
ওড়ন-পাড়ন– পেতে শোবার ও গায়ে দেবার চাদরজাতীয় বস্ত্র; কোনো জিনিস নিয়ে উঠানো ও পাতা বা নাড়াচাড়া।
ওত-আত– ঘাঁতঘোঁত, অন্ধিসন্ধি।
ওত করা– সুযোগের অপেক্ষায় থাকা; কারও দিকে লক্ষ রেখে এগোনো।
ওতেঘাতে চলা– ঘাঁতঘোঁত বুঝে সাবধানে চলা, এমন সতর্কভাবে চলা যাতে শত্রু বা বিপক্ষ বুঝতে না পারে।
ওম দেওয়া, উম দেওয়া– ডিমে তা দেওয়া; তাপ দেওয়া।
ওর-ঘোর, ওরর-পার– সীমা, শেষ, একশেষ।
ওলা-ওঠা– কলেরা রোগ; দাস্ত অর্থাৎ পাতলা পায়খানা ও বমি।
ওষুধ ধরা– ওষুধ কার্যকর হওয়া, ওষুধ ফলপ্রদ হওয়া।

ক

কংসমামার আদর– নকল আদর, কৃত্রিম ভালোবাসা; ভালোবাসার ভান করে ক্ষতি করা।
কচকচি, কচকচানি– তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ।
কচাল পাড়া– তিরস্কার করা, গালাগালি দেওয়া।
কচু– কিছুই নয়।
কচুপোড়া– কিছুই না; ঘোড়ার ডিম।
কঞ্জুসের ভাত্তাখোর (আঞ্চ.)– অত্যন্ত কৃপণ লোক।
কড়কে দেওয়া– শায়েস্তা করা, টিট করা।
কড়া-ক্রান্তি হিসাব– খুব সূক্ষ্ম হিসাব; যে-হিসাবে কিছুই বাদ দেওয়া হয় না।
কড়ায় কড়া কাহনে কানা (উক্তি)– তুচ্ছ ব্যাপারে খুবই সতর্ক কিন্তু আসল ব্যাপারে বা গুরুতর ব্যাপারে মোটেই সতর্ক নয়।
কড়ায় ভিখারি– অতি দরিদ্র (লোক)।
কড়ে রাঁড়ি– বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই যে বিধবা হয়েছে, বাল্যবিধবা।
কণ্টা বার (বের) হওয়া, কণ্ঠা বেরিয়ে যাওয়া– দুর্বল ও কৃশ হওয়া।
কণ্ঠি ছেঁড়া– বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত করা; বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত হওয়া, বৈষ্ণব সমাজচ্যুত হওয়া।
কণ্ঠি-ধারণ– তুলসীমালা, তিলক ইত্যাদি পরা বা বৈষ্ণব হওয়া।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

কণ্ঠি-বদল– বৈষ্ণব মতে কণ্ঠি বা তলসীমালা বদল করে বিবাহ।
কতধানে কত চাল– প্রকৃত ব্যাপার; আসল ব্যাপার।
কথা দেওয়া– প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
কথা না থাকা– বাক্যালাপ না থাকা; নীরব থাকা।
কথা পাড়া– কথা বা প্রস্তাব উত্থাপন করা।
কথা রাখা– প্রতিশ্রুতি পালন করা; অনুরোধ রাখা।
কথায় চিঁড়ে ভেজে না (উক্তি)– শুধু মধুর বাক্যে বা অনুরোধ-উপরোধে কাজ হয় না।
কথার ওড়ন-পাড়ন– বাগাড়ম্বর।
কথার কথা– অসার কথা; গুরুত্বহীন কথা।
কনকনানি– ঠাণ্ডার জন্য বেদনার অনুভূতি; শীত শীত ভাব, ঠাণ্ডা ভাব।
কনকনে– তীব্র।
কন্ধকাটা– গলাকাটা, মস্তকহীন।
কপচানো– না বুঝে মুখস্থ-করা বুলি আওড়ানো; বড়ো বড়ো কথা বলে বিজ্ঞতার জাহির করা।
কপালগুণে গোপাল মেলে (ব্যঙ্গে)– দুর্ভাগ্যবশত অপদার্থ সন্তান হওয়া।
কপাল ফাটা– ভাগ্যহীন হওয়া, দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হওয়া।
কপোত-কপোতী– প্রেমিক-প্রেমিকা।
কপোতবৃত্তি– দিন আনে দিন খায় এমন পরিস্থিতি।
কপোল-কল্পনা– মনগড়া কথা, অবাস্তব কল্পনা।
কপোল-কল্পিত– মনগড়া।
মলি ছাড়ে না (উক্তি)– নাছোড়বান্দার পাল্লায়, চেষ্টা করেও রেহাই পাওয়া যায় না এমন অবস্থা।
কম্বল-সম্বল– অতি দরিদ্র অবস্থা।
করকর করা, করকরানো– বালি বা কাঁকরের ঘষা লাগার মতো বোধ হওয়া।
করকরে– বালির মতো দানাবিশিষ্ট; শুকনো ও করকর শব্দ করে এমন।
করাতের দাঁত– উভয়-সংকট।
করিতকর্মা– কজে পটু; সব কাজে পটু; চৌকস।
কর্তাভজা– মোসায়েব; ক্ষমতাশালী লোকের স্তাবক।
কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম– কর্তা যেমন বলবেন তেমনি হবে, অন্যের ইচ্ছা খাটবে না।
কর্ম কেয়াল হওয়া– কাজ হাসিল করা।
কর্মনাশা– সব কিছু পণ্ড করে এমন।
কল টিপে দেওয়া– গোপনে বা আড়াল থেকে নির্দেশ বা প্ররোচনা দেওয়া।
কল পাতা– ফাঁদ পাতা।
কলের পুতুল– যে-ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কাজ করে না, অন্যের কথামতো চলে।
কলকে না পাওয়া– আমল না পাওয়া, সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকৃতি না পাওয়া, সম্মান না পাওয়া।
কলমের খোঁচা– কারও বিরুদ্ধে সমালোচনার উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য।
কলমির ঝাড়– যে-বংশে বহু লোক।
কলা করা (ব্যঙ্গে)– কিছুই করতে না পারা।
কলা খাও– ব্যর্থ হও; ফাঁকিতে পড়ো।
কলা দেখানো– ফাঁকি দেওয়া।
কলা বউ– অতি লজ্জাশীলা বধূ।
কলা হওয়া– কিছুই না হওয়া।
কলির কেষ্ট (ব্যঙ্গে)– লম্পট ব্যক্তি; নষ্ট চরিত্রের লোক।
কলির সন্ধ্যা– কষ্ট বা দুর্দিনে সূত্রপাতমাত্র।
কষাকষি– দর ইত্যাদি নিয়ে জেদাজেদি বা টানাটানি।
কস্তাকস্তি, কোস্তাকুস্তি– ধস্তাধস্তি, কষাকষি।
কস্তাড়ে– লাল রঙের পাড়ওয়ালা; চওড়া লাল পাড়ওয়ালা।
কাঁকে করা, কাঁখে করা (নেওয়া)– কোলে নেওয়া।
কাঁচকলা (ব্যঙ্গে)– কিছুই নয়।
কাঁচকলা দেখানো– ফাঁকি দেওয়া।
কাঁচা আলে পা না দেওয়া– স্বেচ্ছায় কারও কোনো ক্ষতি না করা।
কাঁচামিঠে– কাঁচা অবস্থায় মিষ্টি স্বাদযুক্ত।
কাঁচমাচু– জড়োসড়ো; সংকোচ দ্বিধা বা ভয়ে আড়ষ্ট।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা– এক শত্রুর সাহায্যে আর এক শত্রুকে জব্দ করা।
কাঁটা করা– ওজন করা।
কাঁঠালের আমসত্ত্ব– অমূলক বা অসম্ভব জিনিস; অলীক বস্তু।
কাঁড়াদাস– আকাট বোকা অথচ গোঁয়ার লোক।
কাঁদুনি গাওয়া– নানাভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনুযোগ করা বা দুঃখের কথা বলা।
কাক কাঁকুর জ্ঞান না থাকা– বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তফাত বুঝতে না পারা।
কাক-জ্যোৎস্না– অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, ঘোলাটে বা অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না।
কাকনিদ্রা, কাকতন্দ্রা– অতি সজাগ ও সতর্ক ঘুম, হালকা ঘুম।
কাকপক্ষ– মাথার দুই পাশে কাকের পাখার মতো চুল বা জুলপি।
কাক পক্ষীর টের না পাওয়া (জানতে না পারা)– সকলের অলক্ষ্যে চুপি চুপি কাজ করার জন্য কেউ জানতে না পারা।
কাক ভূষণ্ডী, কাকভুশণ্ডি। কাকভেজা– সম্পূর্ণ ভেজা।
কাকভোর– অতি প্রত্যূষ।
কাকের ছা বকের ছা– অত্যন্ত কুৎসিত হাতের লেখা।
তীর্থের কাক– দীর্ঘকাল অধীরভাবে অপেক্ষা করে থাকে এমন লোক।
কাগচর, কাকচর– নিচু চর; পুকুর বা নদীতে জলের কাছাকাছি নিচু স্থল।
কাগাবগা– ছড়িয়ে-ছিটিয়ে; অপরিচ্ছন্নভাবে।
কাগজে-কলমে– লিখিতভাবে।
কাগুজে বাঘ– যে-জিনিস বা ব্যক্তি নামেই ভয়প্রদ আসলে ভয়ের নয়, মিথ্যা জুজু।
কাঙালি-বিদায়– গরিব মানুষ ও ভিখারিদের অন্ন ও অর্থ দেওয়া।
কাঙ্গুরা (কঙ্গুরা) ঘড়ি– বিশ্বা অট্টালিকার চূড়ায় পেটা ঘড়ি।
কাছা-আলগা– অসাবধান; অগোছালো বা ঢিলেঢালা স্বভাবের।
কাছা-খোলা, কাছা ঢিলে– অসাবধান; এলোমেলো স্বভাবের।
কাছা-ধরা– তোষামোদকারী।
কাছারি করা– নিয়মিত আদালতে হাজির হওয়া।
কাজ চালানো, কাজ চালিয়ে নেওয়া– খুব খালোভাবে না হলেও কোনোরকমে কাজ মিটানো বা কাজের উপযোগী করে নেওয়া।
কাজভোলা– অলস; ভুলো।
কাজ সাবাড় হওয়া– কাজ শেষ বা সম্পন্ন হওয়া।
কাজে কাজেই– সুতরাং।
কাজে ডাঁটো– কাজে পটু।
কাজে ভদ্রা লাগা– কাজে বাধা পড়া, কিছুতেই নির্বিঘ্নে কাজ সম্পন্ন না হওয়া।
কাজের কাজি– যাকে দিয়ে ঠিকমতো কাজ হয় এমন; কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি।
কাজের থ (থই) না থাকা– কাজের সীমা না থাকা।
কাজ-পাগল, কাজ-পাগলা– কাজ নিয়েই থাকতে ভালোবাসে এমন, কাজেই যার আনন্দ এমন।
কাজির বিচার– যুক্তিহীন, ন্যায়ধর্মহীন, একপেশে বিচার।
কাটখোট্টা– রসকষহীন, নীরস, কঠোর; নির্দয়।
কাট-গোঁয়ার– অত্যন্ত একগুঁয়ে বা গোঁয়ার।
কাটমোল্লা– ধর্মান্ধ মুসলমান; ধর্মান্ধ ব্যক্তি।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (দেওয়া)– আহতকে আরও আঘাত দেওয়া, দুঃখ বা যন্ত্রণার উপর আরও দুঃখ বা যন্ত্রণা দেওয়া।
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা– কৌশলে ব্যর্থতার অপমান বা লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করা।
কাটা কাফের– গোঁড়া মুসলমান-বিদ্বেষী; অত্যন্ত নিষ্ঠুর।
কাটুর-কুটুর– ইঁদুর বা ওই জাতীয় জন্তুর দাঁত দিয়ে কোনো জিনিস কাটার শব্দ।
কাঠকাটরা– কাঠের তৈরি আসবাবপত্র; কাঠের তৈরি জিনিসপত্র এবং তৎসহ কাঠের টুকরো ইত্যাদি।
কাঠখোলা– যে খোলা বা ভাজার পাত্রে বালি নেই; শুধু খোলা।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

কান-কাটা– নির্লজ্জ, বেহায়া।
কান-কোটারি– কেন্নো, বহুপদ কীটবিশেষ যা কানে ঢুকে যায় বলে কারও কারও বিশ্বাস।
কান ফুসকি– গোপনে বা চুপি কানে কুবুদ্ধি দেওয়া।
কান ভাঙানি– গোপন কুমন্ত্রণা; গোপনে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে অসন্তোষ উৎপাদন।
কান-ভারী করা– কারও বিরুদ্ধে কথা বলে অসন্তোষ উৎপাদন করা।
কানে মধু ঢালা, কানে সুধা বর্ষণ করা– গান, স্বর ইত্যাদি খুব শ্রুতিমধুর মনে হওয়া।
কানে মন্তর দেওয়া– গোপনে মন্ত্রণা বা পরামর্শ দেওয়া।
কানাকলসির জল– যে-জিনিস খুব অল্পকাল স্থায়ী হয়।
কানা খোঁড়ার একগুণ বাড়া– অন্ধ বা খঞ্জের চোখ ও পা না থাকলেও তাদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি বেশি সজাগ হয়।
কানাগরুর ভিন্ন পথ (উক্তি)– অযোগ্য অপদার্থ লোক ভিন্ন পথে চলে; অযোগ্য লোকের আচার-আচরণ অন্য সকলের মতো হয় না।
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন (উক্তি)– যার চোখই নেই তাকে পদ্মলোচন বলা হাস্যকর।
কানার মধ্যে ঝাপসা (উক্তি)– মন্দের ভালো; খারাপের মধ্যে একটুখানি ভালো।
কানাচি পাতা– আড়ি পাতা, শোনার জন্য কান পাতা।
কানি খাওয়া– ঘুড়ি এক পাশে কাত হয়ে ওড়া বা একপাশে হেলে গোঁত্তা খাওয়া।
কানু ছাড়া গীত নাই (উক্তি)– সব কাজেই যাকে যাই, যাকে ছাড়া কোনো কাজ হয় না।
কাপ্তেন ভাসানো– নীচ আমোদপ্রমোদের পথে কোনো ধনীব্যক্তিকে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশ করা।
কথার কাপ্তেন– অন্য যোগ্যতা না থাকলেও কথা বলায় ওস্তাদ।
কলমি কাপ্তেন– যে বিলাসিতা এবং বাবুয়ানি করতে আগ্রহী কিন্তু হাতে যার টাকা নেই।
কাম জারি করা– কাজের তত্ত্বাবধান করা বা পরিচালনা করা।
কামাল করা– অভাবনীয় সাফল্য লাভ করা; বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া।
কায়েতের ঘরের ঢেঁকি– মূর্খ বা অপদার্থ লোক।
কার্তিকে ঝড়– কার্তিক মাসের প্রবল ঝড়; অসময়ের ঝড়।
কালঘাম ছোটা– অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে প্রাণান্ত উপক্রম হওয়া।
কালঘুম– যে-ঘুম ভাঙে না, মৃত্যু।
কালপ্যাঁচা– চৈত্রমাসের বৈকালিক ঝড়।
কালরাত্রি– অশুভ রাত; যে-রাতে মৃত্যু বা ঘোর বিপদ ঘটে।
কালনেমির লঙ্কাভাগ– ফললাভের আগেই ফল ভোগের কল্পা; ফলপ্রাপ্তির আগেই ভাগ-বাঁটোয়ারার অবাস্তব হিসাব-নিকাশ।
কালাপাতি করা– নৌকোর তলায় ফুটো বন্ধ করা।
কালাপানি– সমুদ্র; শাস্তিস্বরূপ দ্বীপান্তরে যাওয়া।
কালাপাহাড়– আকৃতিতে বিশাল এবং স্বভাবে ভীষণ।
কালির কাঠ– জমির সীমা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত খুঁটি।
কাশীপ্রাপ্তি, কাশীলাভ– কাশীতে মৃত্যু এবং স্বর্গলাভ; মৃত্যু এবং স্বর্গলাভ।
কাষ্ঠ লৌকিকতা– আন্তরিকতাহীন ভদ্রতা; লোকদেখানো লৌকিকতা।
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো– কিল মেরে মেরে কাঁচা কাঁঠাল পাকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড– হই হই ব্রাপার, তুমুল হট্টগোল।
কিস্তিমাত করা– দাবা খেলায় চাল দিয়ে বিপক্ষের রাজার চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া; জয়লাভ করা।
কীচক বধ করা– নৃশংসভাবে হত্যা করা।
কুইনিন গেলা– অপ্রীতিকর বা অরুচিকর কাজ করতে বাধ্য হওয়া।
কুঁড়ের বাদশা– অত্যন্ত অলস লোক।
কুঁদুলেপনা– ঝগড়াটে স্বভাব।
কুকুর-কুণ্ডলী– ঘুমন্ত কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়ার ভঙ্গি।
কুকুরলেজা– কুকুরের লেজের মতো ফুলবিশিষ্ট গাছবিশেষ।
কুকুরে ঘুম– খুব পাতলা ও সতর্ক ঘুম।
কুকুরের লেজ সোজা করা– অসম্ভব কাজ সম্পাদন করা; যা সম্ভব নয় তাই চেষ্টা করা।
কুনকি অপরাধী– যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপরকে অপরাধ করতে প্ররোচিত করে।
কুনকি হাতি– যে পোষা হস্তিনী বুনো হাতি ধরতে সাহায্য করে; যে-কৌশলে অন্যকে বশে রাখে।
কুনো পণ্ডিত– যে-পণ্ডিত নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, বাইরের জগতের খোঁজ রাখেন না; কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত, কিন্তু বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।
কুবেরের ভাণ্ডার, কুবেরর ধন– অফুরন্ত ভাণ্ডার, অফুরন্ত ঐশ্বর্য।
কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর– যে-ব্যক্তি কেবল কুমড়ো কাটা ছাড়া অন্য কাজ পারে না অর্থাৎ অপদার্থ ও অকর্মণ্য লোক।
কুমির ডাঙা– ছোটো ছেলেমেয়েদের এক ধরনের খেলা।
কুমিরের সান্নিপাত– অসম্ভব বা অবাস্তব ব্যাপার।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা– গভীর ঘুম, যে-ঘুম সহজে ভাঙে না।
কুম্ভীরাশ্রু– লোকদেখানো কান্না, নকল সমবেদনা, কপট অশ্রু।
কুয়োর ব্যাঙ– বাইরের জগতের খবর রাখে না এ এমন লোক; সংকীর্ণমনা লোক।
কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড– প্রলয়ংকর ব্যাপার; প্রচণ্ড যুদ্ধ; তুমুল ঝগড়া বা মারামারি।
কুরুক্ষেত্রে বাধানো– ভীষণ ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারপিট বাধানো; প্রচণ্ড হইচই বাধানো।
কুলোপানা চক্কর– বাইরেই যত আড়ম্বর বা আস্ফালন কিন্তু ভিতর ফাঁকা, ভিতরে ভিতরে দুর্বল।
কুলো বাজানো– কাউকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া।
কূর্ম অবতার– অলস, কুঁড়ে।
কৃষ্ণের জীব– দুর্বল ও অসহায় প্রাণী।
কেউকেটা, কেওকেটা– গণমান্য; গণ্যমান্য লোক।
কেঁচে গণ্ডূষ করা– আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা।
কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোনো– তুচ্ছ ও আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ কাজ করতে গিয়ে বিপদে পড়া; সামান্য ঘটনার গুরুতর আকার ধারণ করা।
কেঁয়ে করা, কেঁইয়া করা– খেলায় বা বাজিতে জেতার জন্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করা।
কেন্নোর আড়ি– একরোখা ভাব, অনড় গোঁ বা একগুঁয়েমি।
কেবলরাম– ক্যাবলা লোক, বোকা ও হাঁদা লোক।
কেরোসিন– ভেস্তে গেছে এমন, জটিল আকার ধারণ করেছে এমন।
কেলাইকেষ্ট, ক্যালাইকেষ্ট– নির্বোধ ও ক্যাবলা ধরনের লোক।
কোলে কার্তিক– অতি কালো ও কুৎসিত লোক।
কেলে কোঁড়া, কেলে খোঁড়া– সাপের বিষের প্রতিষেধন হিসেব ব্যবহৃত গাছবিশেষ।
কেষ্টবিষ্টু– গণ্যমান্য লোক, মানী লোক, হোমরা চোমরা লোক।
কোঁয়া জ্বর, কোয়া জ্বর– অণ্ডকোষের স্ফীতিজনিত জ্বর গোদের জন্য জ্বর।
কোঁচা দুলিয়ে বেড়ানো– অলসভাবে দিন কাটানো; দায়িত্বহীনভাবে এবং ফুর্তিতে দিন কাটানো।
ক্যাডাভ্যারাস– বিশ্রী, বদখদ, কদাকার।
ক্যাবলা-হাকিম– অনভিজ্ঞ ও বোকা হাকিম বা বিচারক।

খ

খড়ের আগুন– সহজেই জ্বলে ওঠে আবার সহজেই নিভে যায় এমন আগুন।
খড়মপেয়ে– যার পায়ের পাতার মাঝখান উঁচু হয়ে থাকে; অলক্ষুণে।
খড়াসই– দাগ পর্যন্ত, মাপের চিহ্ন বা দাগ অবধি।
খতিয়ান করা– জমির হিসাব-নিকাশ করা; জমা-খরচের হিসাব তৈরি করা।
খরসানি– ঘোড়া বা ওই জাতীয় পশুর খুরের খটখট শব্দ।
খাকসি পেটা– গরমে বা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

খাল কেটে কুমির আনা- নিজেরই কাজের ফলে বিপদ ডেকে আনা; ক্ষতি বা অনিষ্টের সুযোগ করে দেওয়া।
খুঁচি দেওয়া– চালের খড় পচে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ চাল বদল না করে পুরোনো খড়ের মধ্যে নতুন খড় গুঁজে দেওয়া।
খুঁচি দেওয়া– চালের খড় পচে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ চাল বদল না করে পুরোনো খড়ের মধ্যে নতুন খড় গুঁজে দেওয়া।
শ্যামের খুঁটি– হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ লোক; মোটাসোটা লোক।
খুনসুটি– ছোটোখাটো ঝগড়া; কপট ঝগড়া; প্রেমের বা স্নেহের কলহ।
খুব করে বলা– সনির্বন্ধ অনুরোধ করা; বেশ করে কথা শুনিয়ে দেওয়া।
খুরে খুরে দণ্ডবৎ (ব্যঙ্গোক্তি)– দুষ্ট লোকের সঙ্গ পরিহারসূচক; হার স্বীকার।
খুসুর ফুসুর– ফিস ফিস করে কানে কানে কথা।
খেউড় গাওয়া– গালাগালি দেওয়া; অশ্লীল গালাগালি দেওয়া।
খেয়ালি পোলাও পাকানো– অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা করা, আকাশকুসুম রচনা করা।
খেরো খাতা– হিসাবের খাতা; নানারকম হিসাব ও অন্য কথা যে-খাতায় লেখা থাকে।
খোঁয়াড়ি ভাঙা– নেশাখোরের নেশা ছুটে গেলে আবার অল্প মাত্রায় নেশা করা।
খোদার উপর খোদকারি– যোগ্য লোকের কাজের অনাবশ্যক ও অসংগত হস্তক্ষেপ।
খোদার খাসি– চিন্তাভাবনাহীন এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক।
খোল নলচে বদলানো (পালটানো)– আমূল পরিবর্তন করা; পুরোপুরি পালটে ফেলা।
খোশ খবরের ঝুটাও ভালো (উক্তি)– ভালো খবর ভিত্তিহীন বা মিথ্যে হলেও শুনতে ভালো।
খ্যাংরাকাঠি– বিসদৃশরকম রোগা, প্যাকাটি বা ঝাঁটার কাঠির মতো সরু বা রোগাটে।
খ্যানখ্যান করা– বিরক্তিকরভাবে ক্রমাগত অভিযোগ জানানো; অনুস্থ শিশুর ক্রমাগত অনুচ্চ কান্নাকাটি করা।

গ

গঁদের গঁদ– অতি দূর-সম্পর্কিত ব্যক্তি, যার সঙ্গে অত্যন্ত দূরের সম্পর্ক রয়েছে; যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বললেই চলে।
গঙ্গা পাওয়া, গঙ্গা লাভ করা– মারা যাওয়া, মৃত্যু হওয়া।
গঙ্গা-বাগে পা, গঙ্গার দিকে পা– অন্তিম দশা, শেষ অবস্থা, মরণদশা।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো– কারও জিনিস দিয়ে তাকেই আপ্যায়ন করা।
গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ (লড়াই)– দুই বিপুলকায় বা জোয়ান লোকের ধস্তাধস্তি বা মল্লযুদ্ধ।
গড্ডলিকা-প্রবাহ– ভালোমন্দ বিচার না করে যা করে করে তাই অনুসরণ করে এমন লোকের দল।
গড়গড় করে– অত্যন্ত সহজে; অনর্গলভাবে ও একটুও না থেমে।
গড়ের বাদ্যি– সৈন্য বা পল্টনদের কুচকাওয়াজের বাজনা; ফৌজি বাজনা।
গণ্ডগ্রাম– অজ পাড়াগাঁ; দূরবর্তী ও অনুন্নত গ্রাম।
গণ্ডায় এণ্ডা (আণ্ডা) দেওয়া– অন্যের সুরে সুরে মেলানো; ফাঁকি দেওয়া।
গোলে হরিবোল দেওয়া। গণ্ডায় এণ্ডায় সায় দেওয়া– ফাঁকি দেওয়া, গোঁজামিল দেওয়া।
গণ্ডূষ জল দেওয়া– পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল দেওয়া, পিতৃপুরুষকে জল দিয়ে তর্পণ করা।
গত্তি লাগা– মোটা হওয়া।
গদাই লশকরি চাল– ভারী বা মোটা লোকের মতো ধীর মন্থর হাঁটার ভঙ্গি; আলস্য; দীর্ঘসূত্রতা।
গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র, গবারাম– স্থূলবুদ্ধি লোক।
গভীর গাড্ডা– গভীর সমস্যা, গভীর সংকট।
গয়ংগচ্ছ– ঢিলেমি, কুঁড়েমি; দীর্ঘসূত্রতা, যাচ্ছি-যাব এই ভাব।
গয়নার নৌকো– মালবাহী ধীরগতিসম্পন্ন নৌকো; যাত্রী নৌকো।
গরজ বড়ো বালাই (উক্তি)– প্রয়োজন বড়ো সমস্যা; প্রয়োজনের দাবি সবার আগে মেটাতে হয়।
গরজে গঙ্গাস্নান (উক্তি)– দায়ে পড়ে পুণ্য কর্ম করা।
গরিবের ঘোড়া রোগ– নিজের অবস্থার সঙ্গে বেমানান এমন উদ্ভট ও অন্যায় আকাঙ্ক্ষা বা দাবি।
গলগ্রহ– দায় বা বোঝা।
গলবস্ত্র হওয়া– অতি বিনীতভাবে অনুরোধ করা।
গাঁজায় দম দেওয়া– গাঁজাখোরের মতো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলা।
গাঁতা দেওয়া– চাষিদের একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা; চাষের কাজে সাহায্য করা।
গাঁতা করে কাজ করা– মিলেমিশে কাজ করা, ভাগেযোগে কাজ করা।
গাছকোমর বাঁধা– কোমরে কাপড় জড়ানো; মেয়েদের কোমরে কাপড় বাঁধা।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (উক্তি)– কাজ আরম্ভের আগেই তার ফলাফল আশা করা।
গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া– আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা, প্রথমে উৎসাহ দিয়ে কাউকে কাজে প্রবৃত্ত করে পরে নিজেই সরে পড়া।
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি (উক্তি)– কাজ আরম্ভ করার আগেই ফলের আশা; কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ফল লাভ।
গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব (উক্তি)– স্বার্থপরের মতো সবটুকু লাভ নিজেই আত্মসাৎ করার মনোভাব; দু-দিকেই লাভ করার চেষ্টা করা।
গাড্ডা মরা (অশোভন)– পরীক্ষায় ফেল হওয়া; ব্যর্থ হওয়া।
গাদন দেওয়া– মার দেওয়া, প্রহার দেওয়া; ঠেসে খাওয়া, প্রচুর খাওয়া।
গাবানো, গাবিয়ে বেড়ানো (আঞ্চ.)– সগর্বে ঘোষণা করা, দম্ভ বা গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ানো।
গাল ফোলা গোবিন্দর মা– গালগলা দৃষ্টিকটুভাবে ফোলা স্ত্রীলোক।
গালপাট্টা– গালের দুই দিকে প্রসারিত দাড়ি।
গুড়ুক ফোঁকা– বিনা কাজে বা আলসেমি করে সময় কাটানো।
গুরুচণ্ডালি, গুরুচাণ্ডালি– দুই ধরনের ভাষারীতির বা লঘু ও গুরু শব্দের অনভিপ্রেত মিশ্রণ।
গুরু-মারা বিদ্যা (বিদ্যে)– গুরুর কাছে শেখা যে-বিদ্যা দিয়ে শিষ্য গুরুকেই পরাজিত বা ঘায়েল করে; বিদ্যায় শিষ্যের গুরুকে ছাড়িয়ে যাওয়া।
গুলতানি করা (মারা)– বাজে আড্ডা দেওয়া, অনর্থক জটলা করা।
গুলতাপ্পি (কথ্য)– ধাপ্পা, মিথ্যে কথা।
গুষ্টির তুষ্টি করা– অনর্থ করা।
গুষ্টির পিণ্ডি, গুষ্টির মাথা– বংশ লোপ হওয়ার বা নির্বংশ হওয়ার ইঙ্গিতযুক্ত গালি; বিরক্তিসূচক অভিব্যক্তিবিশেষ।
গেজেট (ব্যঙ্গ)– সমস্ত খবর রাখে এবং সরবরাহ করে এমন ব্যক্তি।
গোঁপ-খেজুরে, গোঁফ-খেজুরে– অত্যন্ত কুঁড়ে, নড়ে-চড়েও বসতে চায় না এমন অলস।
গোঁপে (গোঁফে) তা দেওয়া– নিশ্চিন্তমনে সময় কাটানো; উৎফুল্ল হয়ে লাভের আশা করা বা লাভের আশায় অপেক্ষা করা।
গোঁয়ার-গোবিন্দ– একগুঁয়ে ও দুঃসাহসিক লোক; কাণ্ডজ্ঞানহীন ও একগুঁয়ে লোক।
গোকুলের ষাঁড় (ব্যঙ্গে)– সবার ক্ষতি করে বেড়ায় এমন লোক; যে-লোকের অনিষ্টাচরণে বাধা দেবার কেউ নেই; ইচ্ছামতো যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় এমন লোক।
গোডিমওয়ালা ছেলে– কচি ছেলে, দুধের ছেলে।
গেডিম ভাঙে নি (উক্তি)– কচি বাচ্চা, একেবারে শিশু।
গোড়ে গোড় দেওয়া– পায়ে পা মিলিয়ে চলা; পদাঙ্ক অনুসরণ করা; মতে সায় দেওয়া।
গোলমালে (গোলেমালে) চণ্ডীপাঠ করা– গোলমাল বা বিশৃঙ্খলার সুযোগ ফাঁকিবাজি করা বা কোনোমতে দায়সারাভাবে কাজ করা।
গোলে হরিবোল– বিশৃঙ্খলা, তালগোল পাকিয়ে যাওয়া।
গোসল দেওয়া, গোছল দেওয়া– মুসলমানদের মৃতদেহ কবর দেওয়ার আগে তার সর্বাঙ্গ ধোয়ার সংস্কারবিশেষ।
গ্যারেজে পাঠানো (কথ্য. অশোভন)– উচিত শিক্ষা দেওয়া।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE LEARN SUCCEED

গ্যাস মারা, গ্যাস দেওয়া, গ্যাস ছাড়া (অশোভন)– বাজে কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা।

ঘ

ঘটি বাটি বিক্রি করা– যথাসর্বস্ব বিক্রি করা, শেষ সামান্য সম্বলও বিক্রি করা; সর্বস্ব বিক্রি করে নিঃস্ব হওয়া।
ঘটিরাম– মূর্খ ও অযোগ্য কর্মচারী।
ঘটে পটে পুজো– প্রতিমা ছাড়াই পুজো।
ঘড়ি ধরে, ঘড়ির কাঁটায়– ঘড়ির সঙ্গে অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, নির্দিষ্ট সময়ে।
ঘণ্টাগরুড়– অকর্মণ্য লোক; প্রভুর আজ্ঞাবহ ও হুকুমের দাস।
ঘরপোড়া গোরু– একবার বিপদে পড়েছে বলে যে বিপদের কণামাত্রা সম্ভাবনা দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।
ঘাই দেওয়া (মারা)– জলের নিচ থেকে উঠে লেজের ঝাপটা মেরে মাছের আবার ডুব দেওয়া।
ঘাট কামানো– হিন্দুদের মৃত্যুঘটিত অশৌচ শেষ হলে নখ চুল দাড়ি ও গোঁফ কামানো।
ঘাট মারা (অশোভন)– কর বা শুল্ক ফাঁকি দেওয়া; চোরাচালানি করা।
ঘাটের মড়া (ব্যঙ্গে)– অতিবৃদ্ধ লোক; যে ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন।
ঘাট হওয়া– অপরাধ হওয়া, ত্রুটি স্বীকার করে নত হওয়া।
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি (উক্তি)– কেবল সুখের দিকটাই ভাবছ, দুঃখ বা বিপদের কথাটা ভাবোনি।
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া– উপরওয়ালাকে উপেক্ষা করে বা অতিক্রম করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা।
ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া– আরামের সম্ভাবনা দেখে চেষ্টা বা পরিশ্রম ত্যাগ করা।
ঘোড়ার কামড়– কঠিন জেদ, দৃঢ় পণ।
ঘোমটার ভিতর (নিচে, তলায়) খেমটা নাচ (উক্তি)– প্রকাশ্যে সাধুতা এবং ভিতরে ভিতরে নষ্টামি।

চ

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা– অন্যের কাছে যা শোনা গেছে তা নিজের চোখে দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া।
চটকের মাংস– খুব সামান্য পরিমাণ জিনিস যা ভাগাভাগি করলে প্রায় কিছুই ভাগে পড়ে না।
চাঁদ হাতে পাওয়া– দুর্লভ অথচ আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়া।
চাঁদের হাট– ধনেজনে পরিপূর্ণ সুখের সংসার; সুন্দর ও সুবেশ মানুষজনের সমাবেশ।
চাগাড় দেওয়া– প্রবল হয়ে ওঠা; ব্যথা যন্ত্রণা উত্তেজনা মনঃকষ্ট প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়া।
চাপান-উতোর– তরজা বা কবিগানে দুই পক্ষের পরস্পর প্রশ্ন ও উত্তর
চাপান সারা (আঞ্চ.)– মাঝি বা নৌকার যাত্রীদের রাত্রে ঘুমানোর আগে বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য মন্ত্র পড়া।
চিঁড়ে-চ্যাপটা– চিঁড়ের মতো চ্যাপটা; ভীষণ ভিড়ে চেপটা গেছে এমন।
চিচিং ফাঁক– গোপন রহস্যের প্রকাশ; রহস্য উদ্‌ঘাটিত; গোপনতা বা রহস্য অবারিত।
চিটিংবাজি করা (অশোভন)– ঠকানো, প্রতারণা করা।
চিৎপটাং– চিৎ হয়ে পড়ে গেছে এমন; ধরাশায়ী, বিধ্বস্ত।
চিত্রগুপ্তের খাতা– যে-খাতায় সবকিছু পাওয়া যায় বা সব কিছু লেখা আছে।
চিনির পুতুল– একটু পরিশ্রম বা কষ্টেই যার শরীর ভেঙে পড়ে। **(ননীর পুতুল)**
চিনির বলদ– যে-লোক অন্যের জন্য ভালো জিনিস বহন করে কিন্তু নিজে কিছুই ভোগ করতে পারে না।
চিপটেন কাটা (ঝাড়া), চিপটান কাটা (ঝাড়া)– ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, টিপ্পনি কাটা।
চুকলিখোর– চুকলি কাটে বা খায় এমন।
চুক্কি দেওয়া– ধাপ্পা দেওয়া; ভড়কি দেওয়া; খেলাচ্ছলে ভয় দেখানো।
চুমরে চামরে হাসিল (আদায়) করা– মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কাজ উদ্ধার করা।
চুলের টিকি না দেখা যাওয়া– একেবারে বেপাত্তা হওয়া, অদর্শন হওয়া।
চেটেনেটে (আঞ্চ.)– কমবয়সী বা ছোটোখাটো।
চেত্তা খাওয়া (আঞ্চ.)– বুক চিতিয়ে বা বুক ফুলিয়ে আস্ফালনের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো।
চেত্তা ভাঙা (আঞ্চ.)– চিৎ হয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভেঙে জড়তা বা আলসেমি দূর করা।
চৈতন্য-চুটকি– টিকি।
চোখ-কান বুজে থাকা– নির্লিপ্ত থাকা, কিছুই না দেখার বা না শোনার ভাব করা; নীরবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা।
চোখ খাওয়া, চোখের মাথা খাওয়া– দৃষ্টিহীন হওয়া, চোখ নষ্ট হওয়া; মনোযোগ না থাকা।
চোখে সরষে ফুল দেখা– বিপদে পড়ে দিশাহারা হয়ে পড়া, বিপদে পড়ে কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝতে না পারা।
চোখের জলে নাকের জলে করা (হওয়া)– নাস্তানাবুদ করা বা হওয়া, ভোগানো বা ভোগান্তি হওয়া।
চোদ্দো পোয়া (আঞ্চ.)– হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শোয়া বা শয়ন।
চোদ্দোবুড়ি– অনেক, প্রচুর, সাতকাহন।
চোপরা করা, চোপা করা (আঞ্চ.)– রুক্ষভাবে কথা বলা; দুর্বিনীতিভাবে কথার জবাব দেওয়া।
চোয়াল-ভাঙা কথা (শব্দ)– শব্দ কথা, বড়ো-বড়ো শব্দ, উচ্চারণ করা কঠিন এমন শব্দ।
চোরকাঁটা– ঘাসজাতীয় গুল্ম যার কাঁটা কাপড়ে বিঁধে যায় এবং সহজে ছাড়ানো যায় না।
চোরের উপর বাটপাড়ি– চুরি-করা বা চোরাই জিনিস চুরি; অন্যায় উপায়ে লব্ধ জিনিস হাতিয়ে নেওয়া।
চোরের মায়ের বড়ো গলা (উক্তি)– অসৎ লোকের হম্বিতম্বি।
চৌকি হাঁকা (আঞ্চ.)– রাতে গৃহস্থকে সতর্ক করে দেবার জন্য চৌকিদার বা পাহারাদারের হাঁক দেওয়া।
চৌপন দিন– চৌ-প্রহর, সারাদিন।
চ্যাংদোলা– দুই হাত ও দুই পা ধরে ঝুলিয়ে নেওয়া, মৃতদেহের মতো বয়ে নেওয়া।
চ্যাংমুড়ি (ব্যঙ্গে)– চ্যাংমাছের মতো মাথা যার, মনসাদেবী।

ছ

ছক্কা-পাঞ্জা করা, ছক্কাই পাঞ্জাই করা– লম্বা-চওড়া কথা বলা, বড়াই করা, জাঁক করা।
ছড়ি ঘুরানো (ঘোরানো)– অশোভনভাবে বা বিরক্তিকর ভাবে সর্দারি করা, অন্যের উপর মাতব্বরি করা।
ছন্দেবন্দে– কোনো-না-কোনো উপায়ে; পাকে-প্রকারে।
ছপ্পর ফুঁড়ে– ছাদ বা চাল ভেদ করে, আকাশ ফুঁড়ে, আশাতীতভাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে, না চাইতেই।
ছব্বা (বিদ্রুপে)– রূপ; মুখশ্রী।
চয়কে নয় নয়কে ছয় করা– নষ্ট করা, অপচয় করা।
ছরাদ করা– মৃত্যু কামনা করা, মৃত্যু কামনা করে শাপ দেওয়া।
ছরাদ খাওয়া– মৃত্যু কামনা করে শাপ দেওয়া; শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ভোজ খাওয়া।
ছরাদ গড়ানো– ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণকরা।
ছলে বলে কৌশলে– ভালো মন্দ যে-কোনো উপায়ে, ছলে বলে।
ছাইচাপা আগুন– অপ্রকাশিত চাপা দুঃখ; অপ্রকাশিত চাপা ক্রোধ; অপ্রকাশিত প্রতিভা বা গুণাবলি।
ছাইপাঁশ– ছাইয়ের মতো নগণ্য ও তুচ্ছ জিনিস; বাজে জিনিস।
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো– বাজে কাজের জন্য নিযুক্ত নগণ্য বা বাজে লোক।
ছাঁদন-দড়ি– দুধ দোয়ার সময় গোরু বা মোষের পা বাঁধবার দড়ি।
ছাতরা-ভাতরা, ছ্যাতরা-ভ্যাতরা– নোংরা বা ছেঁড়াফাটা; এলোমেলো, বিশৃঙ্খল।
ছাতা দিয়ে মাথা রাখা (আঞ্চ.)– বিপদে অর্থ বা আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করা।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE LEARN SUCCEED

ছাতি ফোলানো– আস্ফালন করা; শক্তি জাহির করা।
ছারেখারে যাওয়া– ছারখার হওয়া, ধ্বংসা হওয়া; একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া।
ছালন (ছালুন)-চাখা (আঞ্চ.)– যে বেশিদিন কোনো কাজেই লেগে থাকে না, ক্রমাগত চেখে বেড়ায় এমন।
ছিঁচকাঁদুনি– কথায় কথায় কাঁদে এমন, অল্পেই যার কান্না পায়।
ছিঁচকে চোর– যে-চোর ছোটোখাটো জিনিস চুরি করে।
ছিনিমিনি খেলা– যেমন খুশি ব্যবহার; চূড়ান্ত অপব্যয়।
ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো– প্রথমে অল্প একটু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে কায়েম হয়ে বসে ক্রমে সবকিছু অধিকার করা।
ছুঁচিবাই– কেউ ছুঁলেই শুচিতা নষ্ট হবে এই ভাবনার বাড়াবাড়ি বা বাতিক।
ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা– নিচ বা তুচ্ছ লোককে জব্দ কতে গিয়ে বা শায়েস্তা করতে গিয়ে বদনাম কেনা; সামান্য লাভের জন্য দুর্নাম অর্জন করা।
ছুঁচোর কেত্তন– অষ্টপ্রহর ঝগড়া-ঝাঁটি; অবিরাম কলহ।
ছুঁচোর পর্বত– তুচ্ছ জিনিসকে বড়ো করে ভাবা বা দেখা।
ছুঁৎবার্গ, ছুঁতমার্গ– নিচু জাতির লোককে ছুঁলেই অশুচি হয় এই মত; ছোয়া-ছুঁয়ির অত্যধিক বিচার।
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা– হাতির জিনিস হাতছাড়া করে আবার তা-ই পাবার জন্যে আকুল হওয়া।

জ

জল দেওয়া– মৃতের চিতায় জল ঢালা; পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল দিয়ে তর্পণ করা; মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে গঙ্গাজল দেওয়া।
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (উক্তি)– উভয়সংকট।
জলাঞ্জলি দেওয়া– পাট চুকিয়ে দেওয়া, পুরোপুরি পরিত্যাগ করা; বিসর্জন দেওয়া।
জাউ-নড়া– দৃঢ়তাহীন, দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন।
জান কয়লা হওয়া (অশোভন)– প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া, জীবন দুর্বিষহ হওয়া; বিধ্বস্ত হওয়া।
জাবর কাটা– একই কথা বারবার বলা বা আলোচনা করা।
জিরান (জিরেন) কাট– রসের জন্য খেজুর গাছের চাঁছা সাময়িকভাবে বন্ধ করে পরে আবার চাঁছা।
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ– ছোটোবড়ে রকমের কাজ।
জেঁচ পোয়াতি (আঞ্চ.)– যে-স্ত্রীলোকের সব সন্তানই বেঁচে আছে।
জোঁকের মুখে নুন পড়া– দম্ভকারী বা আস্ফালনকারীকে থামিয়ে বা চুপসে দিতে পারে এমন কথা বলা।
জোড়ের পায়রা– সর্বদা একসঙ্গে থাকে এমন দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু; অতি ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পরের অনুরক্ত দুই স্ত্রী-পুরুষ।
জো-হুকুম, জো-হুজুর– তোষামোদকারী।

ঝ

ঝকমারি মাশুল– বোকামি বা অপরাধের শাস্তি, পাপের ভোগ।
ঝড় বয়ে যাওয়া– ঝড়ের মতো এক নিশ্বাসে অনর্গল কথা বলে যাওয়া।
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশা– দল ছাড়ার বা ত্যাগ করার পরে আবার দলের মধ্যে ফিরে আসা।
ঝাঁকি দর্শন– ক্ষণেকের জন্য দেখা; লুকিয়ে দেখা।
ঝাঁটাপেটা করা, ঝাঁটা মারা, ঝাড়ু মারা– ঝাঁটা দিয়ে মার দেওয়া, ঝাঁটার বাড়ি দেওয়ার মতো বিশ্রীভাবে অপমানিত করা।
ঝেড়ে কাপড় পরানো– যুক্তি তর্কে বা ঝগড়ায় নাজেহাল করা, বিপর্যস্ত করা, চরম অপদস্থ করা।
ঝাড়েবংশে শেষ করা– সমূলে বিনাশ বা ধ্বংস করা; মূলসুদ্ধ উৎপাটিত করা।
ঝালে ঝোলে অম্বলে– সমস্ত ব্যাপারে, সর্বত্র, সর্বঘটে।
ঝিকুট নড়া, ঝিকুর নড়া (আঞ্চ.)– পাগল হয়ে যাওয়া, মাথা খারাপ হওয়া; পাগলপ্রায় হওয়া।
ঝিকে মেরে বউকে শেখানো– পরের উপর রাগ হলে আপনজনকে শাস্তি দিয়ে পরের উপর সেই রাগ প্রকাশ করা; একজনকে শাস্তি দিয়ে অন্যজনকে শিক্ষা দেওয়া।
ঝিঙেফুল ফোটা– সন্ধ্যা হওয়া; আয়ু ফুরিয়ে আসা।
ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া (আঞ্চ.)– মেরে কারও রাগ তেজ ইত্যাদি দূর করা।
ঝোড়ো কাক– ঝড়ের মধ্যে পড়ে নাকাল ও বিপর্যস্ত কাকের মতো চেহারা ও অবস্থা যার।
ঝোলে অম্বলে এক করা– দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা।
ঝোলের লাউ অম্বলের কদু (উক্তি)– যে-ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকলের (সব পক্ষের) মন জুগিয়ে চলে।

ট

টই টম্বুর– কানায় কানায় পূর্ণ।
টং টং করে ঘোরা– উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরা।
টসটস– রসে পূর্ণ হওয়ার ভাব; ফোঁড়া ইত্যাদি দূষিত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদিতে পূর্ণ হওয়ার ভাব।
টাইম কল (আঞ্চ.)– রাস্তার জলের কল যাতে নির্দিষ্ট টাইমে বা সময়ে জল আসে।
টেঁকে দেওয়া– রোদে শুকানো ধান ভানবার উপযুক্ত হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখা; সেলাই করে জুড়ে দেওয়া।
টাল সামলানো– পড়তে পড়তে সামলে যাওয়া, বিপদ কাটিয়ে ওঠা।
টিপ্পনি কাটা– ছোটো-ছোটো বাঁকা বা ঝাঁঝালো উক্তি বা মন্তব্য করা।
টুসকি মারা (কথ্য)– তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা।
টেংরি খুলে নেওয়া (অশোভন)– খুব মার দেওয়া, হাঁটার ক্ষমতা থাকবে না এমন প্রচণ্ড মার দেওয়া।
ট্যাকো গোঁজা– দখল করা, আত্মসাৎ করা; সহজেই কাবু করা, সহজেই আয়ত্তে করা।

ঠ

ঠেলাপাতি– বনভোজন।
ঠক বাছতে গাঁ উজাড়– পরিণামে শূন্য লাভ।
ঠারে ঠারে– ইঙ্গিতে।
ঠান্ডা লড়াই– গোপনে বিরোধিতা।
ঠোঁট কাটা– স্পষ্টভাষী।
ঠেকা মেয়ে– চিরকুমারী।
ঠুঁটো জগন্নাথ– অকর্মণ্য।
ঠাঁট বাজায় রাখা– অভাব চাপা রাখা।

ড

ডানাকটা পরি– পরমা সুন্দরী।
ডিমে রোগা– চির-রুগ্‌ণ।
ডান হাতের ব্যাপার– খাওয়া।
ডামাডোল– গোলযোগ।
ডকে ওঠা– নষ্ট হওয়া।
ডুমুরের ফুল– অদর্শনীয়।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া– গোপনে কাজ করা।
ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা– ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া।
ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না– আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

ঢ

ঢেঁটরা পেটা– ব্যাপক প্রচার।
ঢক্কা-নিনাদ– উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা।
ঢাকের কাঠি– তোষামুদে।
ঢাক ঢাক গুড় গুড়– লুকোচুরি।
ঢাকের বাঁয়া– অপ্রয়োজনীয়।
ঢয়াকে কাঠি পড়া– সূচনা হওয়া।
ঢোঁকি অবার– নির্বোধ লোক।
ঢেরা সই– নিরক্ষর লোকের সই।
ঢেউ গনা– বাজে কাজে সময় নষ্ট।
ঢেঁকি না কুলো, না ঢেঁকি না কুলো– অন্নসংস্থানের উপায় না থাকা।
ঢেউগোনা– অকাজে সময় নষ্ট।
ঢেঁকির কুমির– অপদার্থ।
ঢি ঢি পড়া– কলঙ্ক।

EDUCATUM ACADEMY
ACTIVE — LEARN — SUCCEED

ত

তয়নাত করা– স্থির করা।
তেল-কাজলা– চকচকে।
ত-খরচ– বাজে খরচা।
তক্কে তক্কে থাকা– গোপনে সতর্ক থাকা।
তালগাছের আড়াই হাত– শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ।
তাল পাতার সেপাই– ক্ষীণজীবী।
তাসের ঘর– ক্ষণস্থায়ী ঘর।
তামার বিষ– অর্থের কুপ্রভাব।
তেল-নুন-লকড়ি– মৌলিক প্রয়োজন।
তীর্থের কাক– প্রতীক্ষারত।
তিন মাথা এক হওয়া– খুব বৃদ্ধ হওয়া।
ত্রিশঙ্কু অবস্থা– মধ্যাবস্থা।
তিনঠেঙে– লাঠিহাতে বুড়ো।
তুর্কি নাচন– নাজেহাল অবস্থা।
তুষের আগুন– দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা।
তুলসী বনের বাঘ– সুবেশে দুর্বৃত্ত।
তালকানা– বেতাল হওয়া।
তাসের ঘর– ক্ষণস্থায়ী।
তুবড়ি ছোটা– বেশি কথা বলা।
তোলা হাঁড়ি– গম্ভীর।

থ

থুরে দেওয়া– জব্দ করা।
থ হওয়া– স্তম্ভিত হওয়া।
থ পাতা– স্থায়ীভাবে কিছু করা।
থোড়াই কেয়ার করা– গ্রাহ্য না করা।
থরহরি কম্প– ভয়ে প্রচণ্ড কাঁপা।

দ

দক্ষযজ্ঞ– ব্যাপক আয়োজন।
দানোয় পাওয়া– ভুতে পাওয়া।
দিগ্‌ধেড়েঙ্গা– বেমানান রকমের লম্বা।
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার– ভোজন।
দড়ি-কলসি– আত্মহত্যার উপায়।
দফা নিকেশ– সমূহ সর্বনাশ।
দহলা-নহলা করা– ইতস্তত করা।
দহরম মহরম– অন্তরঙ্গতা।
দা-কুমড়ো সম্বন্ধ– শত্রুতা।
দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা– অনাহারে থাকা।
দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ– অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা।
দুধে ভাতে থাকা– সুখে থাকা।
দেঁতো হাসি– কৃত্রিম হাসি।
দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা– অপব্যয়।
দোজবরে– দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।
দুধের সাধ ঘোলে মিটানো– ভালোর অভাব মন্দ।
দিন ফুরানো– আয়ু শেষ।
দুধের মাছি– সুসময়ে বন্ধু।
দু নৌকায় পা– উভয় সংকট।
দক্ষিণার জোরে– টাকা পয়সা দিয়ে।

ধ

ধোয়া তুলসীপাতা– নির্দোষ।
ধুয়ো তোলা– অজুহাত বের করা।
ধর্মের কল– সত্য।
ধরতাই বুলি– চালু কথা।
ধড়া-চুড়া– সাজপোশাক।
ধর্মের ষাঁড়– যথেচ্ছাচারী।
ধামাধরা– তোষামোদকারী।
ধেয়ে নাচনি– ধিঙ্গি মেয়ে।
ধোপা নাপিত বন্ধ করা– একঘরে করা।
ধোপার গাধা– পরের জন্য খাটা।
ধড়ে প্রাণ আসা– বিপদ থেকে উদ্ধার।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা– অহঙ্কারে সব কিছুকে তুচ্ছ মনে করা।
ধান ভানতে শিবের গীত– অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতরণা।
ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা– নামমাত্র খরচ।
ধনুক-ভাঙা পণ– সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির– ধার্মিক।
ধরি মাছ নাই ছুঁই পানি– কৌশলে কার্যোদ্ধার।

ন

নাড়াবুনে– মূর্খ।
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা– নিজের অনিষ্ঠ করেও পরের ব্যাপার ক্ষতি করা।
নখদর্পণে– পুঙ্খানুপুঙ্খবাবে আয়ত্তে।
নবমী দশা– মূর্ছা।
নমাসে-ছমাসে– কালে-ভদ্রে।
নয়-দুয়ারি (ন-দুয়ারি)– দ্বারে দ্বারে।
নরক গুলজার– অনেকে জুটে সরগরম।
নাচতে নেমে ঘোমটা– বৃথা লজ্জা।
নারদের ঢেঁকি– বিবাদের বিষয়।
নিজের ঢাক নিজে পেটানো– আত্মপ্রকাশ।
নুড়ো জ্বেলে দেওয়া– মৃত্যু কামনা করা।
নোলা বাড়ানো– লোভ করা।
নকড়া ছকড়া করা– হেলা ফেলা করা।
নগদ নারায়ণ– নগদ অর্থ।
নজর দেওয়া– কুদৃষ্টি।
ননির পুতুল– সহজে কাতর, আদুরে দুলাল।
নয় ছয়– অপব্যয়।
নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা– সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।
নিজের চরকায় তেল দেওয়া– নিজের কাজে মন দেওয়া।
নেই আঁকড়া– একগুঁয়ে স্বভাবের।
নিমরাজি– আংশিক স্বীকার করা।

প

পড়ে-যাওয়া চোদ্দ আনা– বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত।
পয়লানম্বর– অতি চমৎকার।
পুকুর-চুরি– বড় রকমের চুরি।
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত– মারা যাওয়া।
পই পই করে– বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
পরঘড়ি পান্তা মারি– হাড়হাভাতে লোক।
পর্বতের মূষিক প্রসব– বিরাট সম্ভাবনার সামান্য।
পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠা– অসম্ভব ব্যাপার।
পায়ে রাখা– আশ্রয় দেওয়া।
পাকে-প্রকারে– কলে-কৌশলে।
পাণ্ডববর্জিত– সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য।
পাথরে পাঁচ কিল– অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।
পান থেকে চুন খসা– সামান্য ত্রুটি হওয়া।
পান্তা ভাতে ঘি– অপব্যবহার।
পায়াভারি– অহংকার।
পাষাণ ভাঙা– দাঁড়িপাল্লায় ফের ভাঙা।
পিঁপড়ের পেট টেপা– অত্যধিক হিসাব করে চলা।
পুঁটিমাছের প্রাণ– ক্ষীণজীবী লোক।
পুথি বাড়ানো– ফেনিয়ে বর্ণনা করা।
পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা– অপ্রীতিকর আলোচনা।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

পঞ্চমুখ হওয়া– অতিরিক্ত কথা বলা।
পটল তোলা– মারা যাওয়া।
পটের বিবি– সুসজ্জিত।
পত্রপাঠ– তৎক্ষণাৎ।
পালের গোদা– দলপতি।
পগারপার– পালানো।

ফ

ফেকুল পার্টি– কদরহীন লোক।
ফোপর-দালাল– উপযাচক হয়ে অন্যের ব্যাপারে কথা বলা।
ফতো নবাব– সম্ভলহীনের বড়লোকিভাব।
ফুটিফাটা– চৌচির।
ফুলের গায়ে মূর্ছা যাওয়া– সামান্য পরিশ্রমে কাতর।
ফোঁস মনসা– ক্রোধী লোক।
ফপর দালালি– অতিরিক্ত চালবাজি।

ব

বাস্তঘুঘু– অতি ধূর্ত লোক।
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা– বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।
বিন্দু বিসর্গ– সামান্য অংশ।
বউ-কাঁটকি– পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেয়।
বক দেখানো– অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা।
বচনবাগীশ– কথায় পটু।
বয়সের গাছ-পাথর না থাকা– অত্যন্ত বৃদ্ধ।
বইয়ের পোকা– পড়ুয়া।
বর্ণচোরা আম– বহিরঙ্গ একমাত্র পরিচয় নয়/কপট ব্যক্তি।
বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া– ক্ষমতা প্রদর্শন।
বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো– সরল লোককে প্রতারণা।
বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া– সফল হওয়ার মুখে বাধা।
বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া– অসম্ভব কিছু পাবার চেষ্টা।
বামনের গরু– যে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে।
বারো সতেরো– খুঁটিনাটি।
বারো মাসে ত্রিশ দিন– প্রতিদিন।
বারো মাসে তেরো পার্বণ– উৎসবের আধিক্য।
বালির বাঁধ– ক্ষণস্থায়ী।
বাহাত্তরে ধরা– মতিচ্ছন্ন হওয়া।
বিড়াল-তপস্বী– ভণ্ড লোক।
বিড়ালের আড়াই পা– ক্ষণস্থায়ী রাগ।
বিনা মেঘে বজ্রপাত– অপ্রত্যাশিত বিপদ।
বিরাশি সিক্কা ওজন– বিপুল ওজন।
বুড়ি ছোঁয়া– নামমাত্র নিয়ম পালন।
বুড়ো বয়সে চূড়াকরণ– খোকামি।
বুদ্ধির ঢেঁকি– নির্বোধ লোক।
বেনাবনে মুকোত ছড়ানো– অপাত্রে মূল্যবান।
বোঝার উপর শাকের আঁটি– অতিরিক্তের অতিরিক্ত।
ব্যাঙের আধুলি– সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের।
ব্যাঙের লাথি– নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান।
ব্যাঙের সর্দি– অসম্ভব ব্যাপার।
বকধার্মিক– ভণ্ড।
বগল বাজানো– আনন্দ প্রকাশ করা।
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো– বাইরে আড়ম্বর ভেতরে শূন্যতা।
বয়ে যাওয়া– ক্ষতিবৃদ্ধি জ্ঞান না করা।
বসন্তের কোকিল– সুদিনের বন্ধু।

ভ

ভূতের মুখে রাম নাম– স্বপ্রকৃতি বিরুদ্ধকর্ম।
ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকা– ভয়ে জড়সড় হওয়া।
ভাঁড়ে মা ভবানী– একেবারে দরিদ্র।
ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া– উস্কানি দেয়া।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা– অনড় সংকল্প।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ– অপচয়জনক ব্যাপার।
ভূষণ্ডির কাক– বিচক্ষণ ব্যক্তি।
ভস্মে ঘি ঢালা– নিষ্ফল কাজ।
ভাদ্র মাসের তাল– প্রচণ্ড কিল।
ভানুমতীর খেল– অবিশ্বাস্য ব্যাপার।
ভিজে বিড়াল– কপটচারী।
ভিটে ঘুঘু চরানো– সর্বস্বান্ত করা।
ভূত ঝাড়া– নির্দয়ভাবে প্রহার বা গালি দেওয়া।
ভূতের বেগার খাটা– নিষ্ফল পরিশ্রম করা।
ভরাডুবি– সর্বনাশ।
ভেরেন্ডা ভাজা– অকাজে সময় নষ্ট করা।
ভুঁইফোড়– নতুন আগমন।

ম

মুখে ফুল-চন্দন পড়া– ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার কামনা।
মামদোবাজি– প্রতারণা।
ম-ম করা– সুগন্ধে ভরে যাওয়া।
মকশো করা– অভ্যাস করা।
মণিকাঞ্চন যোগ– উপযুক্ত মিলন।
মণিহারা ফণী– প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক।
মন উচাটন হওয়া– অস্থির হওয়া।
মশা মারতে কামান দাগা– সামান্য কাজে বিরাট আয়োজন।
ময়ূর ছাড়া কার্তিক– রূপবান পুরুষ।
মহাভারত অশুদ্ধ– বড় রকমের অপরাধ।
মাছের তেলে মাছ ভাজা– পরে পরে কার্যোদ্ধার।
মাছের মায়ের পুত্রশোক– লোক-দেখানো শোক।
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া– আকস্মিক বিপদে।
মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল– ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা।
মানের গুড়ে বালি– সম্মানহানি।
মান্ধাতার আমাল– অতি প্রাচীনকাল।
মিছরির ছুরি– আপাতমধুর কিন্তু তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী।
মেঘ না চাইতে জল– আশাতীত ফল।
মেঘে মেঘে বেলা হওয়া– বয়স বাড়া।
মৌতাত চড়ানো– নেশা করা।
মগের মুল্লুক– অরাজক দেশ।
মড়াকান্না– উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ।
মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা– বিপন্ন লোকের উপর অত্যাচার।
মাকাল ফল– অন্তঃসারশূন্য।
ম্যাও ধরা– দায়িত্ব নেওয়া।
মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত– সীমাবদ্ধতা।

য

যখন-তখন অবস্থা– মুমূর্ষু অবস্থা।
যশুরে কই– বেঢপ/স্ফীত মস্তক শীর্ণ দেহী।
যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন– খুব সামান্য তফাত।
যক্ষের ধন– কৃপণের ধন।
যমের অরুচি– যে সহজে মরে না।
যম যন্ত্রণা– খুব কষ্ট।
যমের দোসর– নিষ্ঠুর ব্যক্তি।
যমের ভুল– যার মরণ হয় না।

র

রথ দেখা কলা বেচা– উভয়কর্ম সাধন।
রাম ভজি কি রহিম ভজি– উভয় সংকট।
রক্তের অক্ষরে লেখা– সংগ্রামের কাহিনি।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED

রগচটা– অল্পেই রাগ।
রাঙা শুক্রবার– কোনো দিনই নয়।
না রাম না গঙ্গা– ভালো মন্দ কিছুই না।
রাম রাজত্ব– শান্তিশৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য।
রামগরুড়ের ছানা– গোমড়ামুখো লোক।
রুই-কাতলা– প্রতিপত্তিশালী লোকজন।
রাই কুড়িয়ে বেল– ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ।
রাঘব বোয়াল– সর্বগ্রাসী ব্যক্তি।
রাঙা মুলো– প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন।
রাজা উজির মারা– আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প।
রাবণের গোষ্ঠী– বড় পরিবার।
রাবণের চিতা– চির অশান্তি।
রাশভারি– গম্ভীর প্রকৃতির।

ল

লবেজান করা– নাজেহাল করা।
লক্কা পায়রা– ফুল বাবু।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড– সামান্য অপরাধে গুরুতর।
লোটাকম্বল– সামান্য সংগতি।
লোহার কার্তিক– কালো কুৎসিত লোক।
লগন চাঁদা– **ভাগ্যবান।**
লেজে গোবরে করা– বিশৃঙ্খলা করা।
লেজে পা পড়া– স্বার্থহানি হওয়া।
লেফাফা দুরস্ত– বাইরে পরিপাটি।

শ

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল– অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু।
শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ– ভীষণ লড়াই।
শবরীর প্রতীক্ষা– দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা
শালগ্রামের শোয়া বসা– নির্বিকার লোকের মনের অবস্থা।
শিবরাত্রির সলতে– একমাত্র বংশধর।
শিয়রে শমন– মৃত্যু আসন্ন।
শিয়ালের যুক্তি– অসম্ভব যুক্তি।
শিরে সংক্রান্তি– সামনেই বিপদ।
শুঁড় বার করা– লো করা।
শুয়োরে গোঁ– ভয়ানক।
শ্মশান-বৈরাগ্য– সাময়িক বৈরাগ্য।
শ্যাম রাখি না কুল রাখি– উভয়সংকট।
শকুনি মামা– অনিষ্টকর আত্মীয়।
শনির দশা– দুঃসময়।
শাঁখের করাত– উভয় সঙ্কট।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা– দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা।
শাপে বর– অনিষ্টে ইষ্ট লাভ।
শ্রীঘর– জেলখানা।
শিকায় তোলা– স্থগিত।

ষ

ষাঁড়ের গোবর– অপদার্থ লোক।
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান– কাণ্ডজ্ঞান।
ষোল কড়াই কানা– সম্পূর্ণ বিনষ্ট।
ষাটের কোলে– অধিক বয়স।

স

সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ– চরম অমনোযোগ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।
সবেধন নীলমণি– একমাত্র সম্পদ।
সপ্তমে চড়া– প্রচণ্ড উত্তেজনা।
সবুরে মেওয়া– ধৈর্যে সুফল।
সাজ করতে দোল ফুরানো– প্রস্তুতির জন্য অত্যধিক সময় নেওয়া।
সাপের ছুঁচো গেলা– উভয়সংকটে পড়া।
সাতকাহন– প্রচুর পরিমাণ।
সাপের পাঁচ পা দেখা– অহংকারের বাড়াবাড়ি।
সুখে থাকতে ভূতে কিলানো– অকারণে দুঃখ ডেকে আনা।
সুখের পায়রা– সুসময়ের বন্ধু।
সুলুক-সন্ধান– খোঁজখবর।
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি– বাঁচামরার উপায়।
সোনার পাথর বাটি– অলীক বস্তু।
স্বর্গে বাতি দেওয়া– বংশ রক্ষা করা।
সাক্ষিগোপাল– ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক।
সাত খুন মাফ– অত্যধিক প্রশ্রয়।
সাত সতের– বিচিত্র রকমের।
সোনায় সোহাগা– সুন্দর মিল।
সের দরে– নামমাত্র মূল্যে/সস্তায়

হ

হরিষে বিষাদ– আনন্দে হঠাৎ দুঃখ।
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা– সুযোগ নষ্ট করা।
হরিহর আত্মা– অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।
হলুদের গুঁড়ো– সমস্ত ব্যাপার যে উপস্থিত।
হাটে হাঁড়ি ভাঙা– গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া।
হাড়ে মাসে জ্বালানো– অত্যন্ত উত্যক্ত করা।
হাড়ে বাতাস লাগা– স্বস্তি পাওয়া।
হাতে আকাশ পাওয়া– অভাবিতভাবে কিছু লাভ।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার– প্রকৃত প্রমাণ দেয়া।
হাতির গলায় ঘণ্টা– বয়স্ক বরের বালিকা বধ।
হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা– সমাজচ্যুত করা।
হচ্ছে হবে– দীর্ঘসূত্রিতা।
হদিস পাওয়া– সঠিক সংবাদ পাওয়া।
হ য ব র ল– বিশৃঙ্খল।
হরি ঘোসের গোয়াল– বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ।
হরিলুট– অপচয়।
হস্তিমূর্খ– ভীষণ বোকা।
হাঁটুর বয়স– নিতান্ত শিশু।
হেস্তনেস্ত– মীমাংসা।
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা– হেলায় সুযোগ নষ্ট করা।
হাতে খড়ি– শিক্ষার সূচনা।
হাপিত্যেশ– ব্যাকুল কামনা।
হা-ঘরে– গৃহহীন।
হাতটান– চুরির অভ্যাস।
হাড় হাভাতে– হতভাগ্য।
হালে পানি পাওয়া– সুবিধা করা।

EDUCATUM ACADEMY
LIVE — LEARN — SUCCEED